অনুচ্ছেদ-০১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকজন বাস করে। তাদের রয়েছে নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি, আনন্দ উৎসব। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, হালুয়াঘাট ও আশপাশের এলাকায় গারো জাতিগোষ্ঠীর বাস। গারোরা নিজেদের 'অচিকমান্দি' বা পাহাড়ি মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ মা পরিবারের প্রধান ও মেয়েরা সম্পদের উত্তরাধিকারী। বাবা বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে শ্বশুরালয়ে থাকেন এবং পরিবারের দেখাশোনা করেন। গারোরা 'আবেং' ভাষায় কথা বলে, যার কোনো লিখিত রূপ নেই। আরেকটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হলো ত্রিপুরা। এরা বাংলা বছরের সমাপনী দুদিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন 'বৈসু' উৎসব পালন করে। তখন গ্রামবাসী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, কিশোরীরা কানে ফুল, গলায় টাকার ছড়া, পুঁতির মালা আর হাতে কুঁচিবালা ইত্যাদি পরে আনন্দ উৎসবে মাতে। এই দিন ত্রিপুরা নারীরা ১০৮ প্রজাতির লতাপাতা ও ফলমূল সংগ্রহ করে বাড়িতে রান্না করে ও অতিথিদের আপ্যায়ন করে। বাংলাদেশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য জাতিগোষ্ঠী হলো মণিপুরি। তাদের আদিবাস ভারতের আসাম ও মণিপুর রাজ্য। বর্তমানে তারা বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় বাস করে। এরা মূলত কৃষিজীবী। অধিকাংশই সনাতন ধর্মের অনুসারী। মণিপুরি সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। গারোরা নিজেদের কী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে?
ⓚ পাহাড়ি মানুষ ⓚ নদীর মানুষ ⓖ মাটির মানুষ ⓖ বন মানুষ

০২। 'বৈসু' উৎসব পালিত হয়—
ⓚ বিয়ে উপলক্ষ্যে ⓚ জন্মদিন উপলক্ষ্যে ⓖ পূজা উপলক্ষ্যে ⓖ নববর্ষ উপলক্ষ্যে

০৩। অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা জানতে পারব—
ⓚ বাংলাদেশের মানুষের পেশা সম্বন্ধে ⓚ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়
ⓖ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে ⓖ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সম্বন্ধে

০৪। গারো নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা দেখার জন্য তোমাকে কোথায় যেতে হবে?
ⓚ মৌলভীবাজার ⓚ হালুয়াঘাট ⓖ হবিগঞ্জ ⓖ চট্টগ্রাম

০৫। গারো, মণিপুরি ও ত্রিপুরারা তৈরি করেছে—
ⓚ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ⓚ ধর্মীয় বৈষম্য ⓖ জাতিগত বৈচিত্র্য ⓖ জাতীয় সমস্যা

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সনাতন	চিরস্থায়ী
মাতৃতান্ত্রিক	মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত
উত্তরাধিকারী	স্বজনের মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক
শ্বশুরালয়	শ্বশুরবাড়ি
সমাপনী	শেষ
সমৃদ্ধ	উন্নত

(ক) বিলেত একটি ——— নগরী।

(খ) বড় আপা ——— থেকে আমাদের বাড়ি এলেন।

(গ) সভাপতি সাহেব ——— ভাষণ দিলেন।

(ঘ) ——— পরিবারে মায়েরাই প্রধান।

(ঙ) সালাম তার বাবার সম্পত্তির একমাত্র ———।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) ত্রিপুরারা কোন কোন দিন 'বৈসু' উৎসব পালন করে? উৎসবটি তারা যেভাবে পালন করে তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ত্রিপুরারা বাংলা বছরের শেষ দুদিন এবং বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন 'বৈসু' উৎসব পালন করে। নিচে তিনটি বাক্যে তাদের উৎসব পালন সম্পর্কে লেখা হলো—

(১) 'বৈসু' উৎসবের সময় গ্রামবাসী ত্রিপুরারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।

(২) কিশোরীরা কানে পরে ফুল, গলায় ঝোলায় টাকার ছড়া, পুঁতির মালা আর হাতে থাকে কুঁচিবালা।

(৩) এই দিন ত্রিপুরা নারীরা ১০৮ প্রজাতির লতাপাতা ও ফলমূল সংগ্রহ করে বাড়িতে রান্না করে ও অতিথিদের আপ্যায়ন করে।

(খ) মণিপুরিদের সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মণিপুরিদের সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উল্লেখ করা হলো—

(১) মণিপুরিদের আদি নিবাস ছিল ভারতের আসাম ও মণিপুর রাজ্যে।

(২) বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় মণিপুরিরা বাস করে।

(৩) মণিপুরিদের মূল পেশা কৃষিকাজ।

(৪) মণিপুরিরা মূলত সনাতন ধর্মের অনুসারী।

(৫) মণিপুরিদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

(গ) 'গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক'–কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : গারো সমাজে মায়েরাই পরিবারের প্রধানের ভূমিকা পালন করেন– কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে। এ সমাজে পুরুষ তাঁর স্ত্রীর সাথে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। পুরুষরাই পরিবার দেখাশোনার কাজ করেন। মেয়েরা সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।

(ঘ) গারোরা বাংলাদেশে কোন কোন স্থানে বসবাস করে? 'আবেং' সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ।

উত্তর : গারোরা বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, হালুয়াঘাট ও আশপাশের এলাকাগুলোতে বসবাস করে। 'আবেং' হচ্ছে গারোদের নিজস্ব ভাষা। এ ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই।

অনুচ্ছেদ-০২

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিশাল এ পৃথিবীকে জানার জন্য আমাদের অনন্ত উৎকণ্ঠা। আর পৃথিবীকে জানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ঘরের কোণে বন্দি না থেকে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়া। দেশভ্রমণের মাধ্যমেই আমাদের বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, মন উদার হয়। জাফর শরাফীও বুঝেছিলেন দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা। পেশায় ছিলেন দর্জি, আর নেশা ছিল সাইকেল চালানো। দেশভ্রমণকে জীবনের লক্ষ্য করে সাইকেল নিয়েই বেরিয়ে পড়েন তিনি। সাইকেলে চড়েই ঘুরে এসেছেন বাংলাদেশের সব জেলা, ভারতের আজমীর শরিফ ইত্যাদি স্থান। ইচ্ছে আছে নেপাল, ইরানসহ আশপাশের আরও অনেক দেশ ঘুরে দেখার। তাঁর আগ্রহ সাইকেলে চড়ে সৌদি আরবে হজ পালন করতে যাওয়া এবং সেখান থেকে পরে বিশ্বভ্রমণে বের হওয়া। তবে যেখানেই যান না কেন সঙ্গী হবে প্রিয় সাইকেলটি। দৃঢ় মনোবলের এই মানুষটি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও। ১৯৭১ সালে ৪ নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন তিনি। দেশভ্রমণে অপরিসীম আনন্দ পেলেও কষ্টও কম করতে হয়নি তাঁকে। খেয়েছেন সস্তা হোটেলে। থেকেছেন রাস্তায়। আর সাইকেল চালানোর শারীরিক পরিশ্রম তো আছেই। সব বাধা অতিক্রম করে তিনি ছুটে চলেছেন আপন লক্ষ্যে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যদি মৃত্যু হয়, সেজন্য প্রস্তুতি হিসেবে সাথে রেখেছেন কাফনের কাপড়।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। জাফর শরাফীর পেশা কী ছিল?

ⓚ জুতা সেলাই ⓚ কাপড় সেলাই ⓖ সাইকেল চালানো ⓖ রিকশা চালানো

০২। জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কে তুমি কীভাবে সবচেয়ে ভালো জানতে পারবে?

ⓚ বইয়ে পড়ে ⓚ টিভিতে দেখে

ⓖ শিক্ষকের কাছে শুনে ⓖ বইয়ে পড়ে ও সেখানে ঘুরতে গিয়ে

০৩। জাফর শরাফীর কর্মকান্ডের সাথে নিচের কোন কথাটি মিলে যায়?

ⓚ ছবির মতো দেশ ⓚ শুধু দেখো আর খুশি হও মনে

ⓖ দেখব এবার জগৎটাকে ⓖ বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে

০৪। অনুচ্ছেদটিতে মূলত বলা হয়েছে জাফর শরাফীর—

ⓚ দেশপ্রেমের কথা ⓚ জীবন সংগ্রামের কথা ⓖ দুঃসাহসী অভিযাত্রার কথা ⓖ শারীরিক সামর্থ্যের কথা

০৫। জাফর শরাফী নিজের সাথে কাফনের কাপড় রেখেছেন, কেননা–

ⓚ তাঁর বাঁচার আগ্রহ নেই ⓚ তাঁর কোনো পিছুটান নেই

ⓖ তিনি মৃত ব্যক্তিদের সৎকার করেন ⓖ তিনি একজন দর্জি

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ

উদার	মহৎ।
পূর্ণতা	সফলতা।
সস্তা	কম দামি।
অনন্ত	যার অন্ত বা শেষ নেই।
উৎকণ্ঠা	ব্যাকুলতা।
শ্রেষ্ঠ	সবচেয়ে ভালো।

(ক) আমরা ——— নিয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি।

(খ) জ্ঞান লাভের ——— মাধ্যম হলো বই।

(গ) আকাশকে দেখে মনে হয় এটি অসীম, ———।

(ঘ) রহমান সাহেব ——— মনের মানুষ।

(ঙ) বাজারে আজ টমেটো খুব ———।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) জাফর শরাফী সাইকেল নিয়ে কোথায় কোথায় গিয়েছেন? দেশভ্রমণের তিনটি উপকারিতার কথা লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফী সাইকেল নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন।
দেশভ্রমণের তিনটি উপকারিতার কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :
(১) দেশভ্রমণে গেলে পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিস্ময়কর জিনিস সম্পর্কে জানা যায়।
(২) দেশভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের বই পড়ে অর্জিত জ্ঞান পূর্ণতা পায়।
(৩) দেশভ্রমণের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে, আমরা উদার হতে শিখি।

(খ) জাফর শরাফীকে দেশভ্রমণের জন্য কেমন কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফীকে দেশভ্রমণের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। সব জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সাইকেলে চড়ে, যা খুবই পরিশ্রমের কাজ। আর্থিক সংগতির অভাবে খোলা আকাশের নিচে থাকতে হয়েছে। খেতে হয়েছে সস্তা হোটেলে। তবুও দমে যাননি তিনি।

(গ) জাফর শরাফী কেন এত কষ্ট স্বীকার করেছেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফীর জীবনের লক্ষ্য ছিল দেশভ্রমণ। সে লক্ষ্য পূরণে তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্প। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জোরেই মানুষ তার স্বপ্নকে সত্য করতে পারে। জাফর শরাফীও এ সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন। এ কারণেই সব কষ্টকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি।

(ঘ) জাফর শরাফী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জাফর শরাফী সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উল্লেখ করা হলো—
(১) জাফর শরাফী একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী।
(২) তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।
(৩) তিনি দৃঢ় মনোবলের অধিকারী।
(৪) লক্ষ্য পূরণে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।
(৫) সাইকেল চালানো তাঁর নেশা।

অনুচ্ছেদ-০৩

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

চড়ুইয়ের মতোই ছোট্ট একটি পাখি টুনটুনি। পালকের রং জলপাই সবুজ। মাথায় লাল আভা। লম্বা ঠোঁট কালচে খয়েরি। পায়ের রং হলুদাভ। চড়ুই ও টুনটুনি দুজনেই মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে। টুনটুনি পাখি ফুলে ফুলে ঘুরে মধু খেয়ে পরাগায়ণেও সাহায্য করে। ময়না পাখি দেখতে যেমন মিষ্টি তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পটু সে। মানুষ এজন্য তাকে শখ করে পোষে। চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল একটি পাখি বুলবুলি। এরা কলহপ্রিয়, কিছুটা দুর্বিনীত। মাথার ওপর থাকে রাজকীয় কালো ঝুঁটি। ঠোঁট ও পা কৃষ্ণবর্ণের। পোকামাকড় ও কীট-পতঙ্গ খেয়ে পরিবেশ বাঁচায়। পানির সঙ্গে যার সখ্য, সেই পাখির নাম পানকৌড়ি। কুচকুচে কালো এই পাখি ডুব দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত সাঁতরাতে পারে। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। এরা খুব পেটুক স্বভাবের হয়ে থাকে। পাখিরা আমাদের অনেক উপকার করে। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। আমাদের বন্ধুর মতো।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। চঞ্চলতার জন্য বুলবুলিকে কোন পাখির সাথে তুলনা করা যায়?

ⓚ টুনটুনির সাথে ⓚ কাকের সাথে ⓖ ময়নার সাথে ⓖ চড়ুইয়ের সাথে

০২। মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে কোন কোন পাখি?

ⓚ কোকিল ও ময়না ⓚ টুনটুনি ও চড়ুই ⓖ দোয়েল ও চড়ুই ⓖ বুলবুলি ও টুনটুনি

০৩। ময়না পাখির কোন গুণের কথা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

ⓚ পরাগায়ণে সাহায্য করে ⓚ পরিবেশ সুন্দর রাখে

ⓖ মানুষের কথা নকল করতে পারে ⓖ সহজে পোষ মানে

০৪। অনুচ্ছেদটি পড়ে বলা যায় —

ⓚ পাখি শিকার করা খারাপ কাজ নয় ⓚ পাখি পরিবেশের জন্য অপকারী

ⓖ পাখিদের রক্ষা করা উচিত ⓖ পাখিরা খুবই চঞ্চল

০৫। 'কলহ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

ⓚ ঝগড়া ⓚ আরাম ⓖ আনন্দ ⓖ কোলাহল

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
দুর্বিনীত	বিনয়ী বা সংযত নয় যে।
পরাগায়ণ	গাছের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া।
রাজকীয়	অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ।
অবিকল	সম্পূর্ণ একই রকম।
শখ	পছন্দ, আগ্রহ।
পটু	দক্ষ।

(ক) ডাকটিকিট জমানো আমার ———।

(খ) ——— অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট ফুপুর বিয়ে হলো।

(গ) বাবুর চেহারা ——— তার যমজ ভাইয়ের মতো।

(ঘ) সেলিনা গল্প করায় খুব ———।

(ঙ) ——— হলে মানুষ ভালোবাসে না।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) বুলবুলি কেমন স্বভাবের পাখি? চড়ুই ও টুনটুনি পাখির মধ্যে দুটি মিল লেখ।

উত্তর : বুলবুলি খুব চঞ্চল স্বভাবের। এরা কলহপ্রিয় আর খানিকটা দুর্বিনীত।

চড়ুই ও টুনটুনি পাখির মধ্যে দুটি মিল হলো—

(১) চড়ুই ও টুনটুনি দুটিই আকারে খুব ছোট।

(২) এরা দুজনেই মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে।

(খ) ময়না পাখি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : নিচে ময়না পাখি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখা হলো—

(১) ময়না পাখি দেখতে খুব সুন্দর।

(২) এর গলা খুব মিষ্টি।

(৩) এরা অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা ইত্যাদি নকল করতে পারে।

(৪) অনেকে শখ করে ময়নাকে পোষে।

(গ) 'পাখিরা আমাদের বন্ধুর মতো'- কথাটি পাঁচটি বাক্য বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পাখিকে আমাদের বন্ধু বলা হয়েছে কারণ—

০১। পাখিরা আমাদের পরিবেশেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

০২। এরা প্রতিবেশীর মতোই আমাদের কাছাকাছি বাস করে।

০৩। পাখিরা নানাভাবে আমাদের উপকার করে।

০৪। এরা ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।
০৫। কোনো কোনো পাখি পরাগায়ণে সহায়তা করে।

(ঘ) পানকৌড়ি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : পানকৌড়ি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে উল্লেখ করা হলো—

০১। পানকৌড়ির বসবাস জলপূর্ণ স্থানে।
০২। এদের দেহ কুচকুচে কালো।
০৩। এরা সাঁতারে খুব দক্ষ।
০৪। এদের পায়ের পাতাগুলো হাঁসের মতো।
০৫। পানকৌড়ি পেটুক স্বভাবের পাখি।

অনুচ্ছেদ-০৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এক কাক এক টুকরো মাংস চুরি করে উঁচু এক গাছের ডালে গিয়ে বসল। মাংসের টুকরোটা ছিল তার দুই ঠোঁটের মাঝখানে ধরা। এমন সময় এক শেয়াল তাকে দেখতে পেয়ে মাংসের টুকরোটা হাতিয়ে নেওয়ার ফন্দি আঁটল। গাছতলায় বসে সে কাককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'কাকের চেহারাটা কী সুন্দর! কী চমৎকার গায়ের রং, কী সুন্দর দেহের গঠন। শুধু গলার স্বরটাই যদি তার চেহারাটার মতো সুন্দর হতো। তাহলে অনায়াসে তাকে পাখিদের রানি বলা যেত।' শেয়ালের মুখে প্রশংসাবাক্য শুনে কাকের তো দেমাগে বুক ফুলে উঠল। সে তখন ভাবল, তার গলার আওয়াজ নিয়ে যেহেতু এত দুর্নাম, তাই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে তার কণ্ঠ কারও চেয়ে মন্দ নয়। তাই সে বিকট আওয়াজে কর্কশভাবে কা কা রবে ডেকে উঠল। যেই না সে মুখ খুলেছে অমনি মাংসের টুকরোটা তার মুখ থেকে খসে টুপ করে নিচে পড়ে গেল। শেয়াল মাংসটা মুখে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। কাক বুঝতে পারল শেয়ালের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে সে কেমন বোকামিটাই না করেছে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। কাককে দেখে শেয়ালের মনে কী জাগল?
ⓚ মাংস নেওয়ার সাধ ⓚ কাকটার প্রতি মমতা ⓖ গাছে চড়ার সাধ ⓖ বন্ধুত্ব করার আগ্রহ

০২। নিচের কোনটি 'দুর্নাম' শব্দটির বিপরীত শব্দ?
ⓚ নাম ⓚ সুনাম ⓖ পরিণাম ⓖ সুন্দর নাম

০৩। অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের কোনটি বলা যায়?
ⓚ কাকটি ছিল খুব সৎ ⓚ কাকটি ছিল খুব সুন্দর ⓖ শেয়ালটি ছিল খুব ধূর্ত ⓖ শেয়ালটি ছিল খুব বোকা

০৪। 'কাকের চেহারাটা কী সুন্দর!' শেয়াল এটি বলেছিল—
ⓚ সত্যবাদী বলে ⓚ কাকটাকে ভালোবেসে
ⓖ খাবার হাতানোর ফন্দি হিসেবে ⓖ চোখে কম দেখত বলে

০৫। অনুচ্ছেদটির মূল শিক্ষা কী?
ⓚ বিপদেই বন্ধু চেনা যায় ⓚ তোষামোদে ভুলতে নেই ⓖ অল্প বিদ্যা ভয়ংকর ⓖ ধৈর্য মহৎ গুণ

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
তোষামোদ	চাটুকারিতা।
ফন্দি	চাতুরি, প্রতারণা।
অনায়াসে	সহজে, বিনা পরিশ্রমে।
দুর্নাম	বদনাম, কলঙ্ক।
কর্কশ	অমসৃণ, অসুন্দর।
দেমাগ	অহংকার।

(ক) সৎ মানুষেরা কাউকে ——— করে না।
(খ) পাপ্পু ——— সব কাজ করে ফেলল।
(গ) পাকা চোর হিসেবে কাকের ——— আছে।
(ঘ) ——— দেখানো ভালো নয়।
(ঙ) বিড়ালটা মনে মনে ইঁদুরটাকে ধরার ——— করছে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) শেয়ালটি কাকের প্রশংসা করল কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কাকটি মাংসের টুকরো চুরি করে এনেছিল। সেটি দেখে শেয়ালের তা খাওয়ার লোভ হলো। সে মাংসের টুকরাটি কৌশলে হাতিয়ে নেওয়ার ফন্দি করল। এক্ষেত্রে শেয়ালটি কাকের মুখ খোলার জন্য তাকে কথা বলাতে চাইল। অর্থাৎ কৌশল অনুযায়ী কাককে বোকা বানাতেই শেয়াল তার প্রশংসা করল।

(খ) শেয়াল তার উদ্দেশ্য কীভাবে সফল করেছিল পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : শেয়ালের উদ্দেশ্য ছিল কাকের মুখ থেকে মাংসের টুকরাটি কৌশলে বাগিয়ে নেওয়া। তাই সে কাকের নানা রকম প্রশংসা করল। শেয়ালের তোষামোদ শুনে অহংকারে কাকের বুক ফুলে গেল এবং সে বুঝতে পারল না যে আসলে সবই ছিল শেয়ালের ফন্দি। শেয়ালকে গান শোনাতে গিয়ে তার মুখ থেকে মাংসের টুকরাটি খসে পড়ে গেল। শেয়াল তা পেয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সফল হলো।

(গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনা থেকে তুমি কী কী শিখতে পারলে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনা থেকে আমি যা শিখলাম :

০১। অহংকার করা ভালো নয়।
০২। তোষামোদে কান দিলে তাতে নিজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
০৩। নিজেকে সবচেয়ে চালাক মনে করা উচিত নয়।
০৪। নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।
০৫। কোনো বিষয়ে অযথা লোভ করতে হয় না।

(ঘ) কাকটি কেন বিকট আওয়াজে ডেকে উঠল তা তিনটি বাক্যে লেখ। কাকটি কী করলে মাংসের টুকরোটি হারাত না?

উত্তর : শেয়াল কাকের কাছে থেকে মাংস হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাকের মিথ্যা প্রশংসা করা শুরু করল। তা শুনে অহংকারে কাকের বুক ফুলে গেল। শেয়ালের কথার ভুলেই নিজের গুণ জাহির করার উদ্দেশ্যে সে বিকট আওয়াজে ডেকে উঠল। কাকটি ছিল খুব বোকা আর অহংকারী। শেয়ালের তোষামোদে না ভুলে অহংকার করা থেকে বিরত থাকলে সে তার মাংসের টুকরাটি হারাত না।

অনুচ্ছেদ-০৫

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৯৬০ সালে দরিদ্র পরিবারে জন্ম দিয়াগো ম্যারাডোনার। শৈশব কাটে বস্তিতে। মাত্র দশ বছর বয়সেই ফুটবল খেলায় তাঁর প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ড্রিবলিং, পাসিং, ফ্রি-কিক নেওয়া সবগুলোতেই তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঁ পায়ের খেলোয়াড়। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতান। সেই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে লাভ করেন 'গোল্ডেন বল'। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ম্যারাডোনা ছয়জন ইংরেজ ফুটবলারকে তাঁর অসাধারণ ড্রিবলিং নৈপুণ্যে নাস্তানাবুদ করে বিখ্যাত এক গোল করেন। গোলটিকে গত শতাব্দীর সেরা গোল হিসেবে ধরা হয়। ম্যারাডোনা ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯০ ও ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেন। ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপেও তিনি আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ছিলেন। সেবার আর্জেন্টিনা রানার্সআপ হয়।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। উল্লিখিত খেলোয়াড়ের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন চরিত্রের মিল লক্ষ করা যায়?
ⓚ মওলানা ভাসানীর ⓚ নূর মোহাম্মদ শেখের ⓖ ইমদাদ হক কাজির ⓖ জগদীশচন্দ্র বসুর

০২। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা কী হয়?
ⓚ রানারআপ ⓚ চ্যাম্পিয়ন ⓖ তৃতীয় ⓖ চতুর্থ

০৩। ১৯৮৬-এর বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা গোল্ডেন বল জেতেন কেন?
ⓚ অধিনায়ক ছিলেন বলে ⓚ দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বলে
ⓖ সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন বলে ⓖ প্রতিভাবান ফুটবলার ছিলেন বলে

০৪। ম্যারাডোনার মতো সফল হওয়ার জন্য আমাদের—
ⓚ প্রচুর অর্থের মালিক হতে হবে ⓚ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমী হতে হবে
ⓖ সময়ের অপচয় করতে হবে ⓖ আর্জেন্টিনায় যেতে হবে

০৫। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফুটবল বিশ্বকাপ হয়ে থাকে—
ⓚ প্রতিবছর ⓚ এক বছর পর পর ⓖ যখন ইচ্ছে তখন ⓖ চার বছর পর পর

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সর্বশ্রেষ্ঠ	সবচেয়ে ভালো।
রানার্সআপ	প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান দখলকারী।
নৈপুণ্য	কৌশল, চাতুর্য।
নাস্তানাবুদ	নাজেহাল, হয়রান।
শতাব্দী	একশ বছরব্যাপী সময়।
ইংরেজ	ইংল্যান্ডের অধিবাসী।

(ক) বাবা ——— ভদ্র লোকাটির সাথে কথা বলছেন।

(খ) মারুফার গাছে ওঠার ——— দেখে আমরা মুগ্ধ।

(গ) নেকড়ের আক্রমণে শেয়ালটার ——— হলো।

(ঘ) ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুল ——— হয়েছে।

(ঙ) ডন ব্র্যাডম্যানকে সর্বকালের ——— ক্রিকেটার বলা হয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) ম্যারাডোনা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ম্যারাডোনা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য—

০১। ম্যারাডোনা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন।

০২। শৈশবেই ফুটবল খেলায় তাঁর প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়।

০৩। ১৯৮৬ সালে ম্যারাডোনা আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতেন।

০৪। ম্যারাডোনা গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোল করেন।

০৫। ম্যারাডোনাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(খ) ম্যারাডোনা কীভাবে গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোলটি করলেন?

উত্তর : ম্যারাডোনা ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে বিস্ময়কর একটি গোল করেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলায় তিনি ছয়জন ইংরেজ খেলোয়াড়কে ড্রিবলিং জাদুতে ধরাশায়ী করে গোলটি করেন। গোলটি গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোল হিসেবে বিবেচিত।

(গ) ১৯৮৬ ও ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনার উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী কী? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১৯৮৬ ও ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা ছিলেন আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক। আর্জেন্টিনা ১৯৮৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৯০ সালে হয় রানার্সআপ। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ম্যারাডোনা প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং 'গোল্ডেন বল' জেতার গৌরব অর্জন করেন।

(ঘ) ম্যারাডোনার ছেলেবেলা সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। তাঁর ফুটবলের দুটি বিশেষ দক্ষতার নাম লেখ।

উত্তর : ম্যারাডোনা ১৯৬০ সালে আর্জেন্টিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। ছেলেবেলাতেই ফুটবল খেলায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

ম্যারাডোনার ফুটবল খেলার দুটি বিশেষ দক্ষতা হলো- ড্রিবলিং এবং ফ্রি কিক।

অনুচ্ছেদ-০৬

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তখন ছিলেন পাকিস্তানের কারাকোরামে। সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছুটি নিলেন কয়েক দিনের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে পৌঁছান ভারতে। ভারতের মালদহ জেলার মেহদিপুরে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলেন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার দুদিন আগে বীরের মতো যুদ্ধ করে শহিদ হন তিনি। জাহাঙ্গীরের মতোই ভাবনা ছিল বৈমানিক মতিউর রহমানের। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তিনি তখন ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। ১৯৭১ সালের ২০শে আগস্ট করাচির মাশরুর বিমানঘাঁটি থেকে টি-৩৩ বিমান নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন তিনি। সাথে পাকিস্তানি বৈমানিক মিনহাজ রশিদ। বিমান আকাশে ওঠার পর বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া নিয়ে মতিউরের সাথে মিনহাজের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে বিমানটি পাকিস্তানের থাট্টায় বিধ্বস্ত হয়। এভাবেই দেশের জন্য

প্রাণ বিসর্জন দেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান। ২০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় ঢাকার শহিদ বুদ্ধিজীবী সমাধিস্থলে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কিসের সিদ্ধান্ত নেন?

ⓚ পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার ⓚ বৈমানিক হওয়ার ⓖ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ⓖ বিমান নিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার

০২। মতিউর রহমান যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে শহিদ হন তার নাম কী?

ⓚ সি-১৯৭১ ⓚ টি-২০ ⓖ সি-০৭ ⓖ টি-৩৩

০৩। 'অবস্থিত' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত?

ⓚ স + ত ⓚ স + হ ⓖ স + থ ⓖ স + দ

০৪। রাফিনের বড় ভাইয়া বিমান চালান। রাফিনের বড় ভাইয়া পেশায় —

ⓚ ল্যান্স নায়েক ⓚ সৈনিক ⓖ বৈমানিক ⓖ বিমানবালা

০৫। অনুচ্ছেদটিতে কী প্রকাশিত হয়েছে?

ⓚ পাকিস্তানিদের অত্যাচারের কথা ⓚ বীরশ্রেষ্ঠদের দেশপ্রেমের কথা
ⓖ মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ের বর্ণনা ⓖ পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার উপায়

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
পরিকল্পনা	কোনো কাজ করার আগে কীভাবে করা হবে তা ঠিক করে নেওয়া।
দুর্গম	যেখানে যাওয়া কষ্টসাধ্য।
বিধ্বস্ত	সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট।
নিয়ন্ত্রণ	পরিচালনা।
বিসর্জন	ত্যাগ।
প্রশিক্ষণ	হাতে কলমে শিক্ষা।

(ক) রাব্বি মামার কাছ থেকে সাইকেল চালানোর ——— নিচ্ছে।

(খ) ——— এলাকায় বন্যার সময় ত্রাণ পাঠাতে অনেক সমস্যা হয়।

(গ) বাবা আমাদের পরিবার ——— করেন।

(ঘ) গরমের ছুটিতে গ্রামে যাওয়ার ——— করছি।

(ঙ) মাদার তেরেসা মানুষের সেবায় নিজের সুখ ——— দিয়েছিলেন।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ছিলেন পাকিস্তানে। তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে বাংলাদেশে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তিনি দেশকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছুটি নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছান ভারতের মালদহ জেলায়। সেখানে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন জাহাঙ্গীর।

(খ) মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমানের মধ্যে যে মিলগুলো খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলো পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমানের মধ্যে যে মিলগুলো রয়েছে সেগুলো নিচে পাঁচটি বাক্যে উল্লেখ করা হলো:

০১। মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও মতিউর রহমান দুজনেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন।
০২। দুজনেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।
০৩। দুজনেই দেশের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।
০৪। দুজনেই ছিলেন মহান দেশপ্রেমিক।
০৫। দুজনেই নিজেদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

(গ) মতিউর রহমান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মতিউর রহমান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য নিচে লেখা হলো—

০১। মতিউর রহমান ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।
০২। তিনি ছিলেন এক মহান দেশপ্রেমিক।
০৩। পাকিস্তান থেকে বিমান নিয়ে বাংলাদেশে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তিনি।
০৪। ২০৬ সালে মতিউর রহমানের দেহাবশেষ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।
০৫। মতিউর রহমানকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

(ঘ) 'দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান'- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা থাকার কারণে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন মতিউর রহমান। কিন্তু তাঁর মনে ছিল দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করার বাসনা। তাই পাকিস্তান বিমানবাহিনীর টি-৩৩ নামের একটি বিমান নিয়ে উড়াল দেন দেশের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পাকিস্তানি সহ-বৈমানিক মিনহাজ রশিদ তাঁকে বাধা দিলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একসময় পাকিস্তানের থাট্টায় বিমানটি বিধ্বস্ত হলে প্রাণ হারান মতিউর।

অনুচ্ছেদ-০৭

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৯৫২ সালের ২৬এ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেছিলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে ঢাকার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মিলে তখন 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' গঠন করে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গঠন করে 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ'। ২০এ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১এ ফেব্রুয়ারি তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে রাজপথে এগিয়ে যায়। এই সংগ্রামে বহু ছাত্রছাত্রী ও জনতা আহত হয়, গ্রেফতার-বরণ করেন এবং রফিকউদ্দিন, জব্বার ও আবুল বরকত শহিদ হন। ২২এ ফেব্রুয়ারি সমগ্র জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকার রাজপথ হয়ে ওঠে উত্তাল। বহু হতাহতের সঙ্গে এই দিন শহিদ হন শফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ। ২৩এ ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মিত হয়। পুলিশ শহিদ মিনারটি ধ্বংস করে দেয়। আন্দোলন আরও বেগবান হয়। পরিশেষে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখেন?
ⓚ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে ⓚ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' আহ্বানের মাধ্যমে
ⓖ ১৪৪ ধারা ভাঙার মাধ্যমে ⓖ অনশন পালনের মাধ্যমে

০২। কাকে ভাষাশহিদ বলা যায়?
ⓚ খাজা নাজিমউদ্দিনকে ⓚ মহিউদ্দিন আহমদকে ⓖ আব্দুল আউয়ালকে ⓖ শেখ মুজিবুর রহমানকে

০৩। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—
ⓚ ভাষা আন্দোলনের কথা ⓚ মুক্তিযুদ্ধের কথা
ⓖ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কথা ⓖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের কথা

০৪। ২৩এ ফেব্রুয়ারির পর আন্দোলন তীব্রতর হয় কেন?
ⓚ পুলিশ গণহত্যা চালানোয় ⓚ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করায়
ⓖ খাজা নাজিমউদ্দিনের ঘোষণায় ⓖ শহিদ মিনার ভেঙে দেওয়ায়

০৫। আমরা বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছি। এটি কাদের অবদান?
ⓚ মুক্তিযোদ্ধাদের ⓚ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ⓖ রাজাকার-আলবদরদের ⓖ ভাষাশহিদদের

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
বিশ্বাসঘাতকতা	বিশ্বাস ভঙ্গ করা, প্রতারণা।
পরিশেষে	অবশেষে।
বেগবান	জোরদার

বিক্ষুব্ধ	অত্যন্ত দুঃখিত, বিচলিত।
উত্তাল	অত্যন্ত আলোড়িত।
মর্যাদা	সম্মান।

(ক) একপর্যায়ে আন্দোলন আরও ——— হলো।

(খ) পদ্মার ——— ঢেউ দেখলে বুকে কাঁপন লাগে।

(গ) মাতৃভূমির —— রক্ষায় মুক্তিসেনারা প্রাণ দিয়েছেন।

(ঘ) ——— জনতা রাজপথে মিছিল করছে।

(ঙ) ——— একটি বড় অপরাধ।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) খাজা নাজিমউদ্দিন কে ছিলেন? 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ' ও 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' কারা গঠন করে?

উত্তর : খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী।

আওয়ামী মুসলিম লীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কর্মপরিষদ'। আর 'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

(খ) ২১এ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা কীভাবে আত্মত্যাগ করে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ২১এ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের ঘটনা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো—

'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ' ২১এ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে যায়। পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। সে সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রফিকউদ্দিন, জব্বার ও আবুল বরকত। আরও অনেকে আহত হন ও গ্রেফতার-বরণ করেন।

(গ) খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্য শুনে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: খাজা নাজিমউদ্দিন ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫২ সালের ২৬এ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এটি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। কেননা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। ছাত্রসমাজ তাই ঘোষণাটি শুনে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

(ঘ) ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি কী কী ঘটে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পাঁচটি বাক্যে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হলো—

০১। ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে সারা দেশ।

০২। ঢাকার রাজপথে ছাত্র-জনতার ঢল নামে।

০৩। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে অনেকে হতাহত হন।

০৪। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মিত হলে পুলিশ তা ভেঙে দেয়।

০৫। ফলে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়।

অনুচ্ছেদ-০৮

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তাঁত হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্র, যা দিয়ে তুলা বা তুলা হতে উৎপন্ন সুতার মাধ্যমে কাপড় বানানো যায়। সাধারণত তাঁত নামক যন্ত্রটিতে সুতা কুণ্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে। যখন তাঁত চালু করা হয় তখন নির্দিষ্ট সাজ অনুসারে সুতা টেনে নিয়ে সেলাই করা হয়। তাঁতে কাপড় বোনা যার পেশা সে হলো তন্তুবায় বা তাঁতি। তাঁতশিল্পের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদি বসাক সম্প্রদায়ের তাঁতিরাই আদিকাল থেকে তন্তুবায়ী গোত্রের লোক। এদেরকে এক শ্রেণির যাযাবর বলা চলে। শুরুতে এরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়ায় শাড়ির মান ভালো না হওয়ায় চলে আসে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে। পরবর্তীকালে তারা নানা অংশে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, ঢাকার ধামরাই ইত্যাদি এলাকায়। বাংলাদেশের মণিপুরী সম্প্রদায়ের তাঁতশিল্পের বেশ সুনাম রয়েছে। নিজেদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে এরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত। শাড়ি, ওড়না, তোয়ালে, গামছাসহ নানা রকম শৌখিন বস্ত্র তৈরি করে মণিপুরীরা। বর্তমানে তাদের তৈরি তাঁতের নানা জিনিসপত্র বাঙালি সমাজে বেশ জনপ্রিয়।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

ক) তাঁতিদের জীবন যাপনের কথা

খ) তাঁতে তৈরি জিনিসপত্র সম্পর্কে

(গ) বিভিন্ন আকারের তাঁত যন্ত্রের কথা (ঘ) তাঁতশিল্পের পরিচয় সম্পর্কে

০২। **মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁতিদের এদেশে আসার কারণ কী?**

(ক) যুদ্ধ শুরু হওয়া (খ) প্রতিকূল আবহাওয়া (গ) ঠিকঠাক দাম না পাওয়া (ঘ) সুতার দাম বেড়ে যাওয়া

০৩। **মণিপুরীরা দীর্ঘদিন ধরে মূলত কেন তাঁতে কাপড় বুনে আসছেন?**

(ক) ব্যবসার জন্য (খ) নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে

(গ) বাঙালিদের প্রয়োজন মেটাতে (ঘ) এটি তাঁদের আদি পেশা বলে

০৪। **'সুনাম' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?**

(ক) কুনাম (খ) দুর্নাম (গ) কুখ্যাত (ঘ) আনাম

০৫। **'আদি বসাক সম্প্রদায়'- এখানে 'আদি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে—**

(ক) নতুনত্ব বোঝাতে (খ) প্রাচীনত্ব বোঝাতে (গ) কর্মদক্ষতা বোঝাতে (ঘ) বিশেষত্ব বোঝাতে

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
যাযাবর	যারা এক স্থানে বেশিদিন থাকে না
বস্ত্র	পরার কাপড়
চাহিদা	প্রয়োজন
উৎপন্ন	তৈরি হওয়া
গোত্র	বংশ
কুন্ডলী	গোলাকারে প্যাঁচানো অবস্থা

(ক) কুকুরটি —— পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

(খ) দুঃখী লোকটির শীতের —— নেই।

(গ) বেদেরা —— ধরনের মানুষ।

(ঘ) আখ থেকে চিনি —— হয়।

(ঙ) দেশের —— মিটিয়ে চিংড়ি বিদেশে রফতানি করা হয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) মণিপুরীদের তাঁতশিল্পের চর্চা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : মণিপুরীরা দীর্ঘকাল ধরেই তাঁতশিল্পের চর্চা করে আসছেন। অতীতে মণিপুরীরা নিজেদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে তাঁতে কাপড় বুনতেন। বর্তমানে মণিপুরীদের তাঁতে তৈরি নানা জিনিস বাঙালি সমাজেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মণিপুরীদের তাঁতশিল্প অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। মণিপুরীরা শাড়ি, ওড়না, তোয়ালে, গামছাসহ বিভিন্ন শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করেন।

(খ) পাঁচটি বাক্যে বসাক সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধর।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে বসাক সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরা হলো—

০১। বসাক সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁতশিল্পের প্রাচীন ধারক ও বাহক।

০২। এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা সিন্ধু অববাহিকা থেকে মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের চর্চা শুরু করেছিলেন।

০৩। কাজের সুবিধার্থে মুর্শিদাবাদ থেকে একসময় তাঁরা বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসেন।

০৪। বারবার স্থান পরিবর্তনের কারণে তাঁদেরকে যাযাবর শ্রেণির লোক বলা যায়।

০৫। তাঁদের তৈরি করা তাঁত শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী খুবই উন্নত মানের হয়।

(গ) বসাক সম্প্রদায়কে যাযাবর শ্রেণির বলার কারণ তিনটি বাক্যে লেখ। তাঁতে তৈরি হয় এমন দুটি বস্ত্রের নাম লেখ।

উত্তর : বসাক সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রথমে ছিলেন সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে। সেখান থেকে তাঁরা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন। বারবার এমন স্থান পরিবর্তনের কারণেই তাঁদেরকে যাযাবর শ্রেণির বলা হয়েছে। তাঁতে তৈরি হয় এমন দুটি বস্ত্রের নাম হলো- শাড়ি ও লুঙ্গি।

(ঘ) তাঁত কী? এর সাহায্যে কীভাবে কাপড় তৈরি করা হয়?

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে তুলা বা তুলা থেকে উৎপাদিত সুতার মাধ্যমে কাপড় বানানো যায় সে যন্ত্রকে তাঁত বলে।তাঁত যন্ত্রের সুতা কুন্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট সাজ অনুসারে সেলাই করে কাপড় তৈরি করা হয়।

অনুচ্ছেদ-০৯

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর নির্দিষ্ট একটা শ্রুতিসীমা রয়েছে। এই সীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছলে আমাদের শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়টিকেই আমরা শব্দদূষণ বলি। আমাদের পরিবেশে যদি অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত শব্দ থাকে, তখন তাকে শব্দদূষণ বলা হয়। যানবাহন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি ইত্যাদি কারণে তীব্র শব্দ উৎপন্ন হয়ে শব্দদূষণ ঘটায়। বাড়িতে উচ্চ শব্দে সিডি, টেলিভিশন ইত্যাদি বাজলে শব্দদূষণ হয়। কান যেকোনো শব্দের ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদী। তাই যে তীব্র শব্দ কানের পর্দাতে বেশ জোরে ধাক্কা দেয় তা কানের পর্দাকে নষ্ট করেও দিতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের ওপর এর প্রভাব অনেক বেশি। শব্দদূষণের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য এবং আচার-আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত শব্দের কারণে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক কার্যকলাপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শব্দদূষণের ফলে দুশ্চিন্তা, উগ্রতা, উচ্চ রক্তচাপ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, ঘুমের ব্যাঘাতসহ নানা ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার জন্য আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে। অপ্রয়োজনে গাড়ির হর্ন না বাজানো, বাড়িতে নানা রকম যন্ত্রপাতি জোরে না চালানো, অকারণে হইচই না করা, রাস্তাঘাটে মাইক না বাজানো ইত্যাদির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারবে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। শব্দদূষণ কখন ঘটে?

ⓚ যখন অপ্রয়োজনীয় ও অনেক বেশি শব্দ সৃষ্টি হয় ⓚ যখন খুব কম শব্দ হয়
ⓖ যখন কোনো শব্দ শোনা যায় না ⓖ যখন প্রয়োজনীয় ও সীমিত পরিমাণে শব্দ সৃষ্টি হয়

০২। 'হ্রাস' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?

ⓚ কম ⓚ বৃদ্ধি ⓖ উঁচু ⓖ নিচু

০৩। অনুচ্ছেদে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?

ⓚ শব্দদূষণের উপকারী দিক ⓚ শব্দদূষণের সমাধান
ⓖ শব্দদূষণের অপকারিতা ⓖ শব্দদূষণের কারণ

০৪। শব্দদূষণ কমানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি কোনটি?

ⓚ গাড়ি চলা বন্ধ করা ⓚ জনসচেতনতা সৃষ্টি ⓖ কলকারখানা বন্ধ করা ⓖ রাস্তায় বের না হওয়া

০৫। আমরা বাড়িতে উচ্চশব্দে গান বাজাব না। কেননা এতে—

ⓚ গান ঠিকমতো বোঝা যায় না ⓚ দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়
ⓖ পরিবেশ দূষিত হয় ⓖ সময় নষ্ট হয়

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নির্দিষ্ট	নির্ধারিত।
অবাঞ্ছিত	অপ্রিয়, অনাকাঙ্ক্ষিত।
সংবেদী	অনুভূতিপ্রবণ।
ব্যাঘাত	বাধা, বিঘ্ন।
উগ্র	অসহিষ্ণু।
উৎপন্ন	সৃষ্ট, উৎপাদিত।

(ক) বৃষ্টি আসায় খেলায় ——— ঘটল।

(খ) অনুষ্ঠানের জন্য একটি দিন ——— করা হয়েছে।

(গ) ——— আচরণকারীদের সবাই অপছন্দ করে।

(ঘ) এ বছর দেশে প্রচুর ধান ——— হয়েছে।

(ঙ) কিছু ——— আসবাবের কারণে ঘরটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) শব্দদূষণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : শ্রুতিসীমার চেয়ে উচ্চ মাত্রার শব্দ উৎপন্ন হলে তা আমাদের শ্রবণশক্তির ক্ষতি করতে পারে। এই বিষয়টির নামই শব্দদূষণ। পরিবেশে অতিরিক্ত বা অবাঞ্ছিত শব্দ থাকলে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়।

(খ) কীভাবে শব্দদূষণ ঘটে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : যেভাবে শব্দদূষণ ঘটে তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো—

০১।পরিবেশে যখন প্রয়োজনীয় শব্দের বাইরে অনেক উচ্চ মাত্রার শব্দের উৎপত্তি হয় তখনই শব্দদূষণ ঘটে।

০২। মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি শব্দদূষণ ঘটাতে পারে।

০৩। শব্দদূষণের জন্য মূলত যানবাহন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বিকট শব্দই দায়ী।

০৪। নানা ধরনের পশুপাখির বিরক্তিকর ডাক শব্দদূষণ ঘটায়।

০৫। সিডি, টেলিভিশন, রেডিও, দরজার বেল ইত্যাদির উচ্চ আওয়াজে বাড়িতে শব্দদূষণ ঘটে।

(গ) শব্দদূষণের ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : শব্দদূষণের ফলে যেসব সমস্যা হতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

০১। শব্দদূষণের ফলে আমাদের কানের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

০২। এতে শ্রুতিশক্তি কমে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে পারে।

০৩। বিশেষত শিশুদের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক।

০৪। শব্দদূষণের ফলে মানুষের দুশ্চিন্তা, উচ্চ রক্তচাপ, ঘুমের ব্যাঘাতসহ নানা রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

০৫। মানসিক জটিলতা ও নানা আচরণগত সমস্যার উৎপত্তি হতে পারে।

(ঘ) শব্দদূষণ নিরসনে তুমি কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পার তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : শব্দদূষণ নিরসনে আমারও অনেক কিছু করার আছে। যেমন-

০১। বাড়িতে টিভি, সিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি উচ্চশব্দে চালাব না।

০২। বাড়িতে বা স্কুলে অকারণে হইচই করব না।

০৩। সাইকেল চালানোর সময় অপ্রয়োজনে হর্ন বাজাব না।

০৪। মাইক ব্যবহার করে শব্দদূষণ ঘটাব না।

০৫। শব্দদূষণ বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করব।

অনুচ্ছেদ-১০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯এ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পরিবারের সাথে কলকাতা হতে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্থানান্তরিত হন। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলন তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেওয়া'তে। তিনি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযান ও তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেওয়া'র বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। সে সময়ে তিনি চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও প্রদর্শনী হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জহির রায়হান তাঁর নিখোঁজ ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে শুরু করেন, যাঁকে স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে পাকিস্তানি বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনী অপহরণ করেছিল। জহির রায়হান ভাইয়ের সন্ধানে মিরপুরে যান এবং সেখান থেকে আর ফিরে আসেননি। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সেদিন বিহারিরা ও ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশিদের ওপর গুলি চালালে এই স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী নিহত হন।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। গণ-অভ্যুত্থান কত সালে হয়েছিল?

ⓚ ১৯৫২ সালে ⓚ ১৯৫৯ সালে ⓖ ১৯৬৯ সালে ⓖ ১৯৭২ সালে

০২। 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে কোনটির প্রভাব লক্ষ করা যায়?

ⓚ সিপাহি আন্দোলনের ⓚ ভাষা আন্দোলনের ⓖ গণ-অভ্যুত্থানের ⓖ মুক্তিযুদ্ধের

০৩। নিচের কাদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায়?

ⓚ মুক্তিযোদ্ধা ⓚ পাকবাহিনী ⓖ আলবদর ⓖ বিহারি

০৪। শহীদুল্লা কায়সারকে অপহরণ করেছিল কারা?

ⓚ রাজাকাররা ⓚ আলবদর বাহিনী ⓖ পাকিস্তানি বাহিনী ⓖ বিহারিরা

০৫। অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে জহির রায়হানের—

ⓚ শৈশব সম্পর্কে ⓚ জীবন ও কাজ সম্পর্কে ⓖ দানশীলতা সম্পর্কে ⓖ বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
দৈন্য	দারিদ্র্য, দুরবস্থা।
সমুদয়	সমস্ত।
দোসর	সঙ্গী, অংশীদার।
অভ্যুত্থান	উত্থান, ওঠা।
তহবিল	অর্থভাণ্ডার।
স্থানান্তর	পরিবর্তন স্থান।

(ক) আমরা শীতার্তদের সাহায্যের জন্য ——— গঠন করেছি।

(খ) সেলিম বইটি টেবিল থেকে খাটে ——— করল।

(গ) বাদল আমার প্রিয় ———।

(ঘ) চাষিটির বাড়ির ——— দশা দেখে মায়া লাগল।

(ঙ) গতকালের ——— খাবার নষ্ট হয়ে গেছে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) জহির রায়হান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন।

জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় থেকে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারাভিযানে নামেন এবং তথ্যচিত্র নির্মাণ শুরু করেন। এ সময় তাঁর 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রটির বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেও প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সব অর্থ তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে দান করেন।

(খ) জহির রায়হান মিরপুর গিয়েছিলেন কেন? তিনি কীভাবে শহিদ হন?

উত্তর : জহির রায়হানের ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে স্বাধীনতার ঠিক আগমুহূর্তে আলবদর বাহিনী অপহরণ করে। দেশ স্বাধীন হবার পর জহির রায়হান ভাইকে খুঁজতে শুরু করেন। সে কারণেই তিনি মিরপুর গিয়েছিলেন।

মিরপুরে যাওয়ার পর ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সেনারা ও বিহারিরা জহির রায়হানের ওপর গুলি চালায় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর ফলেই তিনি শহিদ হন।

(গ) জহির রায়হানের দেশপ্রেম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

০১। জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ এ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

০২। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

০৩। ১৯৬৯ সালে তিনি গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন।

০৪। জহির রায়হান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

০৫। তিনি ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত বুদ্ধিজীবী।

(ঘ) জহির রায়হানের দেশপ্রেম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : জহির রায়হান ছিলেন একজন মহান দেশপ্রেমিক। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানেও তিনি অংশ নেন। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও নিজের নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দান করে দেন।

অনুচ্ছেদ-১১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধনরতন
আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কেন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। **বাংলাদেশকে সকল দেশের রানি বলা যায়—**
ⓚ ধনরত্ন আছে বলে
ⓚ এদেশে অনেক মানুষ বলে
ⓖ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে
ⓖ বিশ্বকে শাসন করে বলে

০২। **কবিতাংশের কোন শব্দটির সাথে 'চোখ' শব্দটির অর্থ মিলে যায়?**
ⓚ অঙ্গ ⓚ নয়ন ⓖ জনম ⓖ হাসি

০৩। **কবিতাংশের মূলভাব হলো—**
ⓚ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা
ⓚ জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা
ⓖ জননীর স্নেহের কথা
ⓖ মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা

০৪। **কবিতাংশে উল্লেখিত 'মা' হচ্ছেন কবির—**
ⓚ জন্মদাত্রী মা ⓚ মাতৃভাষা ⓖ মাতৃভূমি ⓖ সৎমা

০৫। **কোনটি করতে পারলে আমাদের জন্ম সার্থক হবে?**
ⓚ দেশের জন্য কাজ করতে পারলে
ⓚ দেশের বাইরে যেতে পারলে
ⓖ নয়ন মুদতে পারলে
ⓖ ধনরতন সংগ্রহ করতে পারলে

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সার্থক	সফল।
অঙ্গ	দেহ।
আকুল	উতলা, অভিভূত।
গগন	আকাশ।
আঁখি	চোখ।
মুদব	বন্ধ করব।

(ক) খুকী নতুন পুতুলের জন্য ——— হয়ে আছে।
(খ) শিশুটির সারা ——— ঘামে ভেজা।
(গ) পূর্ব ——— সূর্যালোকে আলোকিত হয়ে আছে।
(ঘ) খুকির ——— অশ্রুতে ছলছল করছে।
(ঙ) মায়ের আশীর্বাদ পেলে সন্তানের জীবন ——— হয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) **কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন কেন? চারটি বাক্যে লেখ।**

উত্তর : এ দেশে জন্মগ্রহণ করে কবির জন্ম ধন্য হয়েছে। জন্মভূমির রূপ-সুধা কবির প্রাণকে আকুল করে। এদেশকে কবি মায়ের মতোই গভীরভাবে ভালোবেসেছেন। এভাবে জন্মভূমিকে ভালোবাসতে পেরে কবি নিজেকে সার্থক মনে করেছেন।

(খ) **জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোলাগার নমুনা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধর।**

উত্তর : জন্মভূমির প্রতি কবির ভালোলাগা অপরিসীম। পাঁচটি বাক্যে তার নমুনা তুলে ধরা হলো—

০১। কবি এ দেশে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সার্থক মনে করেছেন।
০২। জন্মভূমির শীতল ছায়া কবির অন্তরকে প্রশান্ত করে।
০৩। কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশেই থাকতে চান।
০৪। এদেশের বনের ফুলের গন্ধ তাঁকে আকুল করে।
০৫। জীবনের শুরুতে এদেশের আলো দেখেছেন বলে এই আলোতে চোখ রেখেই কবি মৃত্যুবরণ করতে চান।

(গ) কবি কেন এদেশের মাটিতেই মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছেন? পাঁচটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে কবির এদেশে মৃত্যুবরণ করতে চাওয়ার কারণ বুঝিয়ে লেখা হলো–

০১। জন্মভূমির রূপে কবির মন-প্রাণ জুড়িয়েছে।
০২। এ দেশে জন্ম নিয়ে কবি নিজের জন্মকে সার্থক বলে মনে করেছেন।
০৩। কবি এদেশকে মনেপ্রাণে ভালোবেসেছেন।
০৪। জন্মভূমিকে কবি মায়ের মতো মনে করেছেন।
০৫। তাই এই প্রিয় জন্মভূমিতে থেকেই কবি তাঁর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান।

(ঘ) দেশকে ঘিরে তোমার ভাবনার কথা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : দেশকে ঘিরে আমারে ভাবনা পাঁচটি বাক্যে তুলে ধরা হলো—

০১। আমাদের দেশটির প্রকৃতি খুব সুন্দর।
০২। এদেশে জন্মগ্রহণ করে আমি সার্থক হয়েছি।
০৩। আমি আমার দেশকে অনেক ভালোবাসি।
০৪। আমি এদেশের মাটিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।
০৫। আমি দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে চাই।

অনুচ্ছেদ-১২

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল এক রানি ও তিন কন্যা। রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করছিল। রাজা একদিন তিন কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তাঁকে কী রকম ভালোবাসে? প্রথম দুই কন্যা যথাক্রমে চিনি ও মিষ্টির সঙ্গে তুলনা করে নিজেদের ভালোবাসার কথা বলল। রাজা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ছোট কন্যা পারুল রাজার প্রতি তার ভালোবাসাকে নুনের সঙ্গে তুলনা করলে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বনবাসে পাঠালেন। গহিন অরণ্যে পরিরা ও বনের জীবজন্তু তার সঙ্গী হলো। একদিন রাজা শিকারে এলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় তিনি ছোট কন্যার কুটিরে খেতে বসলেন। পরিদের সাহায্য নিয়ে পারুল পোলাও, কোরমা, রেজালাসহ অনেক ধরনের খাবার রান্না করেছিল। কিন্তু সব খাবারই ছিল নুন ছাড়া। ফলে খাবার হলো বেজায় বিস্বাদ। রাজা কোনো খাবার মুখেই তুলতে পারলেন না। বিস্বাদ খাবারের জন্য রাজা খুব বিরক্ত হলেন। তখন পারুল নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে চিনতে পারছেন? মনে আছে, আমি বলেছিলাম– আপনাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি।' এ কথায় রাজার ভুল ভাঙল। তিনি ছোট কন্যাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সবাই খুশি হলো। রাজার পরিবারে ও রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এলো।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। রাজা কোনো খাবার খেতে পারলেন না কেন?
ⓚ ক্ষিধে ছিল না বলে ⓚ চিনির অভাব ছিল বলে ⓖ নুন বেশি হয়েছিল বলে ⓖ নুনের অভাব ছিল বলে

০২। অনুচ্ছেদটি পড়ে বলা যায়—
ⓚ রাজারা সবসময় সুখে থাকেন
ⓚ নুনের সাথে কাউকে তুলনা করা উচিত নয়
ⓖ নুন খাবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান
ⓖ রাজারা কখনো ভুল করেন না

০৩। 'খাওয়ার ইচ্ছা'—এককথায় প্রকাশ কোনটি?
ⓚ ক্ষুধা ⓚ ক্ষুধার্ত ⓖ খাদক ⓖ খাতক

০৪। অনুচ্ছেদটি পড়ে আমরা কী সম্পর্কে ধারণা পাই?
ⓚ কবিতা লেখার নিয়ম ⓚ রূপকথার গল্প ⓖ প্রবন্ধ রচনার নিয়ম ⓖ হাস্যরসাত্মক নাটিকা

০৫। পারুল রান্নায় নুন ব্যবহার করেনি কেন?
ⓚ প্রয়োজন ছিল না বলে
ⓚ ক্ষতিকর বলে
ⓖ রাজাকে নুনের গুরুত্ব বোঝাতে
ⓖ রাজার ওপর রাগ করে

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

মূল শব্দ	অর্থ
যথাক্রমে	ক্রম অনুসারে।
বিস্বাদ	কোনো স্বাদ নেই এমন।
বনবাস	বনে বাস করতে পাঠানোর শাস্তি।
ক্রুদ্ধ	রাগান্বিত।
গহিন	গভীর।
বেজায়	ভীষণ।

(ক) লোকটির স্পর্ধা দেখে দাদু ——— হলেন।

(খ) ——— জঙ্গলে বাঘের বাস।

(গ) চিনির অভাবে পায়েস খেতে ——— লাগছে।

(ঘ) ছেলেটি ——— দুষ্ট।

(ঙ) টুনি গণিত ও বাংলা পরীক্ষায় ——— ৮৮ ও ৯০ পেয়েছে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) পারুল সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : পারুল সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

০১। পারুল ছিল রাজার ছোট কন্যা।

০২। পারুল রাজাকে নুনের মতো ভালোবাসে।

০৩। পারুলকে বনবাসে পাঠানো হয়েছিল।

০৪। পারুল নুন ছাড়াই রাজার জন্য খাবার রান্না করেছিল।

০৫। রাজার প্রতি পারুলের ভালোবাসা সত্যি ছিল।

(খ) কীভাবে রাজার পরিবারে ও রাজ্যে সুখ শান্তি ফিরে এলো? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ছোট কন্যা পারুলকে বনবাসে পাঠানোয় পরিবার ও রাজ্যে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রতি পারুলের ভালোবাসা খাঁটি ছিল। পারুলকে বনবাসে পাঠিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা ছোট কন্যাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। এতে তাঁর পরিবার ও রাজ্যের সবার মুখে হাসি ফুটল।

(গ) রান্নায় পারুলকে কারা সহায়তা করেছিল? রাজা সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : রান্নায় পারুলকে সহায়তা করেছিল পরিরা। রাজা সম্পর্কে চারটি বাক্য :

(১) রাজার ছিল তিন কন্যা।

(২) ছোট কন্যা পারুলের ওপর রাজা অসন্তুষ্ট হন।

(৩) ছোট কন্যাকে রাজা বনবাসে পাঠান।

(৪) নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাজা পারুলকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন।

(ঘ) ছোট কন্যাকে রাজা বনবাসে পাঠালেন কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কন্যাদের কাছে রাজার প্রশ্ন ছিল কে তাঁকে কেমন ভালোবাসে। ছোট কন্যা পারুল তার ভালোবাসাকে নুনের সাথে তুলনা করল। এ কথা শুনে রাজা ছোট কন্যার ওপর ক্ষিপ্ত হলেন। শাস্তি হিসেবে তাকে পাঠানো হলো বনবাসে।

অনুচ্ছেদ-১৩

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পানিতে ক্ষতিকর কোনো কিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলা হয়। পানি পরিষ্কার দেখা গেলেও সব সময় তা নিরাপদ নাও হতে পারে। টলটলে পুকুরের পানিও দূষিত হতে পারে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জীবাণু বা ক্ষতিকর পদার্থ এতে মিশে থাকতে পারে। নলকূপের পানি সাধারণত নিরাপদ। তবে আমাদের দেশে কিছু কিছু নলকূপের পানিতে আর্সেনিক নামক বিষাক্ত পদার্থ মিশে আছে। পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না। তবে নলকূপের পানি পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাতে আর্সেনিক আছে কি না। যেসব নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে, সেই নলকূপগুলোকে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব নলকূপের পানি পান করা যাবে না। আর সবুজ দাগ থাকার অর্থ-এর পানি নিরাপদ। দূষিত পানি জীবনের জন্য খুব ক্ষতিকর। দূষিত পানি পান করলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া – এসব পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারি।

পেটের পীড়া ও চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া আর্সেনিকযুক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করলে হাত-পায়ে এক ধরনের ক্ষত বা ঘা তৈরি হয়, যা আর্সেনিকোসিস রোগ নামে পরিচিত। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ ধরা পড়লে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করা বন্ধ করলেই সুস্থ হওয়া যেতে পারে। এ রোগ সংক্রামক নয়, অর্থাৎ আর্সেনিকোসিস রোগীদের কাছে গেলে অন্যদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। কোনো নলকূপের গায়ে লাল রং করা দেখলে কী বুঝবে?

ক) পানি নিরাপদ খ) পানি আর্সেনিকমুক্ত গ) পানি খাওয়া যাবে ঘ) পানি আর্সেনিকযুক্ত

০২। আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের কারণে কোন রোগ হয়?

ক) আর্সেনিকস খ) আর্সেনসিস গ) আর্সেনিকোসিস ঘ) আর্সিনেকোসিস

০৩। আমরা আর্সেনিকোসিসে আক্রান্তদের সাথে কেমন আচরণ করব?

ক) তাদের থেকে দূরে থাকব খ) তাদের সেবা করব
গ) তাদের আর্সেনিকযুক্ত পানি খাওয়াব ঘ) তাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা করব

০৪। আর্সেনিক কী?

ক) এক ধরনের রোগ খ) এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ গ) এক ধরনের জীবাণু ঘ) এক ধরনের ওষুধ

০৫। নিচের কোনটি পানিবাহিত রোগ নয়?

ক) আমাশয় খ) কলেরা গ) ক্যান্সার ঘ) ডায়রিয়া

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নিরাপদ	বিপদমুক্ত।
আশঙ্কা	সংশয়, সন্দেহ।
পীড়া	বেদনা, ব্যথা।
সংক্রামক	ছোঁয়াচে, সঞ্চারিত হয় এমন।
টলটলে	স্বচ্ছ।
বিষাক্ত	বিষযুক্ত।

(ক) কাল থেকে হালিমার পেটের ——— বেড়েছে।

(খ) দিঘির ——— জল দেখে মন ভালো হয়ে গেল।

(গ) পোলিও ——— ব্যাধি নয়।

(ঘ) বৃষ্টি হওয়ার ——— থাকায় আমরা ছাতা নিয়ে বের হলাম।

(ঙ) ——— সাপের ছোবলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) 'আর্সেনিকোসিস' সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : আর্সেনিকোসিস সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য-

০১।দীর্ঘদিন আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তা 'আর্সেনিকোসিস' নামে পরিচিত।

০২। এ রোগ হলে হাতে-পায়ে এক ধরনের ক্ষত বা ঘা সৃষ্টি হয়।

০৩। আর্সেনিকোসিস সংক্রামক রোগ নয়।

০৪। এ রোগের সহজ কোনো চিকিৎসা নেই।

০৫।প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগটি ধরা পড়লে আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করতে থাকলেই সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) দূষিত পানি পান করলে কী কী ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : দূষিত পানি আমাদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ধরনের পানি পান করার ফলে আমরা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আর্সেনিকোসিস ইত্যাদি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারি। এছাড়াও পেটের পীড়া, চর্মরোগ ইত্যাদিও দেখা দিতে পারে।

(গ) দূষিত পানি কাকে বলে? নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না বোঝার উপায় তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পানিতে ক্ষতিকর কোনো কিছু মিশে থাকলে সে পানিকে দূষিত পানি বলে।

নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত কি না বোঝার উপায়—

(১) পানি দেখে বোঝার উপায় না থাকায় অবশ্যই তা পরীক্ষা করতে হবে।
(২) কোনো নলকূপের গায়ে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত করা থাকলে বুঝতে হবে তাতে আর্সেনিক আছে।
(৩) সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করা নলকূপের পানি অবশ্যই আর্সেনিকমুক্ত।

(ঘ) টলটলে পুকুরের পানিও পান করা যায় না কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : টলটলে পুকুরের পানি দেখতে পরিষ্কার হলেও এতে অনেক রকম রোগের জীবাণু থাকতে পারে। এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ দেখতে পরিষ্কার হলেও পুকুরের পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পানি নিরাপদ নয় বলে পান করা যায় না।

অনুচ্ছেদ-১৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

গাছপালা আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে গাছের অবদান অনস্বীকার্য। গাছ থেকেই আমরা পাই খাদ্য, বস্ত্র তৈরির উপাদান, বাসগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের কাঠ। গাছ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য অক্সিজেনের জোগান দেয়। আমরা নিঃশ্বাসের সাথে যে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি তা গাছ গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে। বৃক্ষ ঝড় ও বন্যা প্রতিরোধেও ভূমিকা রাখে। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন হলেও আমাদের আছে মাত্র ১৭ ভাগ। যা আছে তাও মানুষের লোভের কারণে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অবাধে গাছ কেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ না লাগালে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—
ক) নানা ধরনের গাছপালা সম্বন্ধে
খ) গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে
গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
ঘ) পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে

০২। কোনটি ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতে পারব না?
ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড
খ) কাঠ
গ) অক্সিজেন
ঘ) বস্ত্র

০৩। বৃক্ষ শব্দে 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটিতে নিচের কোন বর্ণগুলো রয়েছে?
ক) খ + অ
খ) ক + ষ
গ) ক + অ
ঘ) খ + ষ

০৪। একটি দেশের মোট আয়তনের কত ভাগ বনভূমি থাকা উচিত?
ক) শতকরা ২০ ভাগ
খ) শতকরা ২৫ ভাগ
গ) শতকরা ৩০ ভাগ
ঘ) শতকরা ৩৫ ভাগ

০৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের কী করা উচিত?
ক) নদী ভরাট করা
খ) বেশি করে গাছ কাটা
গ) বেশি করে গাছ লাগানো
ঘ) বনভূমি উজাড় করা

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নির্মাণ	তৈরি করা।
হুমকি	ভীতি প্রদর্শন।
অনস্বীকার্য	অস্বীকার করা যায় না এমন।
প্রাত্যহিক	দৈনিক, প্রতিদিনের।
অপরিহার্য	আবশ্যক, যার কোনো বিকল্প নেই।
পর্যাপ্ত	যথেষ্ট।

(ক) আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান —।
(খ) সবার জন্য — খাবার রাখা আছে।
(গ) চৌধুরী সাহেব একটি ভবন — করাচ্ছেন।
(ঘ) মামাই আমাদের — বাজার করে দেন।
(ঙ) শরীর সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা —।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) গাছের চারটি উপকারিতা লেখ।

উত্তর : গাছের চারটি উপকারিতা হলো—

(১) গাছ থেকে আমরা খাদ্য পাই।
(২) গাছ থেকে আমরা বস্ত্র তৈরির উপাদান পাই।
(৩) গাছ থেকে আমরা বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন পাই।
(৪) গাছ বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে।

(খ) আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের ভূমিকা অপরিসীম। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। অথচ আমাদের আছে মাত্র ১৭ ভাগ। সেইটুকুও মানুষের লোভের ফলে দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ রক্ষায় তাই বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

(গ) নিজের বাড়িতে গাছপালার যত্ন নিতে তুমি কী কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিজের বাড়িতে গাছপালার যত্ন নিতে আমি যা যা করব—

০১। গাছগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা করব।
০২। সময়মতো গাছের গোড়ায় সার ও পানি দেব।
০৩। নতুন লাগানো কোনো গাছ যেন সূর্যের তাপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখব।
০৪। কোনো চারাগাছ দুর্বল হলে তাতে খুঁটি বেঁধে দেব।
০৫। গরু-ছাগল যেন চারাগাছের ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখব।

(ঘ) 'গাছ আমাদের পরম বন্ধু।'– কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : গাছ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র, কাঠ, অক্সিজেনসহ জীবনধারণের নানা উপাদান পাই। গাছপালা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। গাছপালা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো। তাই গাছকে আমাদের পরম বন্ধু বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৫

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পাহাড়পুর বিহারের আরেক নাম 'সোমপুর বিহার'। এটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুগণ এখানে থেকে ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। প্রকাণ্ড এই কীর্তি একসময় খালি পড়ে থাকে। ধারণা করা হয়, যুগ যুগ ধরে ধুলাবালি ও মাটি উড়ে এসে এর চারদিকে জমে। একসময় এটি মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায় বলে এর নাম পাহাড়পুর। মহাস্থানগড় বগুড়া জেলা থেকে ৮ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। ধর্মীয় দিক থেকে মহাস্থানগড় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে টিলার মতো উঁচু দেখতে গোবিন্দভিটা নামের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই প্রত্নস্থলের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে করতোয়া নদী। এ নগরের প্রাচীন নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, যাকে এখন পুণ্ড্রনগরও বলা হয়। ধ্বংসাবশেষ খনন করে এখানে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের এ ধরনের পুরাকীর্তিগুলো সংরক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাহাড়পুর, ময়নামতি ও মহাস্থানগড়ে এ ধরনের জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন থেকে নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এই জাদুঘর। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই ইতিহাসখ্যাত স্থানসমূহ পরিদর্শন করার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। সোমপুর বিহার দেখতে হলে তোমাকে বাংলাদেশের কোন বিভাগে যেতে হবে?

ⓚ ঢাকা ⓚ রাজশাহী ⓖ সিলেট ⓖ খুলনা

০২। মহাস্থানগড়ের আদি নাম কী?

(ক) সোমপুর বিহার (খ) পন্ড্রবর্ধন (গ) রাজবন বিহার (ঘ) গোবিন্দভিটা

০৩। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে—

(ক) প্রত্নস্থলগুলো সংরক্ষণ করলে
(খ) প্রত্নস্থলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ করালে
(গ) প্রত্নস্থলে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে
(ঘ) প্রত্নস্থলগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখলে

০৪। গোবিন্দভিটার পাশ দিয়ে কোন নদীটি বয়ে গেছে?

(ক) যমুনা (খ) মেঘনা (গ) সুরমা (ঘ) করতোয়া

০৫। জাদুঘর প্রত্ননিদর্শন কাদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে?

(ক) মুক্তিযোদ্ধা (খ) নতুন প্রজন্ম (গ) শিক্ষক (ঘ) পর্যটক

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
শিষ্য	ছাত্র।
সমৃদ্ধ	উন্নত।
পুরাকীর্তি	কৃতিত্বের পরিচায়ক অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান।
সংরক্ষণ	বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।
প্রকাণ্ড	অতি বিশাল।
পরিদর্শন	মনোযোগ দিয়ে দেখা, পর্যবেক্ষণ।

(ক) নীল তিমি এক ——— প্রাণী।
(খ) সালাম স্যারের ——— তাঁকে সালাম দিল।
(গ) পরিবেশ রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণী ——— খুব জরুরি।
(ঘ) আমরা গতকাল জাদুঘরটি ——— করেছি।
(ঙ) সোনারগাঁ একসময় কাপড়ের ব্যবসার কারণে ——— হয়েছিল।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) **সোমপুর বিহার কোন গ্রামে অবস্থিত? সোমপুর বিহারকে 'পাহাড়পুর' বলা হয় কেন তা চারটি বাক্যে লেখ।**

উত্তর : সোমপুর বিহার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।
সোমপুর বিহারে একসময় বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হলেও একসময় এটি খালি পড়ে থাকে। সম্ভবত যুগ যুগ ধরে ধুলাবালি উড়ে আসায় এটি একসময় সম্পূর্ণরূপে মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে যায়। তখন এর আকৃতি হয়ে যায় পাহাড়ের মতো। এ কারণেই এই পুরাকীর্তির নাম পাহাড়পুর।

(খ) **মহাস্থানগড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : মহাস্থানগড় সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :
০১। মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।
০২। মহাস্থানগড় রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত।
০৩। মহাস্থানগড়ের পাশে রয়েছে করতোয়া নদী।
০৪। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ খনন করে জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।
০৫। মহাস্থানগড়ের প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন।

(গ) **ইতিহাস বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের গুরুত্ব পাঁচটি বাক্যে লেখ।**

উত্তর : ইতিহাস বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের গুরুত্ব নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো—
০১। ঐতিহাসিক স্থানটির অতীত সম্পর্কে জানা যায়।
০২। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনা করা যায়।
০৩। ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়।
০৪। অতীতের ভুল পর্যালোচনা করে শিক্ষা নেওয়া যায়।
০৫। ঐতিহাসিক অনেক কিছু সরাসরি দেখা যায়।

(ঘ) **বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলোর উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?**

উত্তর : বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন—
(১) বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।
(২) পুরাকীর্তিগুলো সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে এসব বিখ্যাত স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৬

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি

খোদা তোমার মেহেরবানি।
এই শস্য-শ্যামল ফসল ভরা
মাঠের ডালি খানি
খোদা তোমার মেহেরবানি।
তুমি কতই দিলে রতন
ভাই-বেরাদার পুত্র-স্বজন,
ক্ষুধা পেলে অন্ন জোগাও।
মানি চাই না মানি।
খোদা তোমার মেহেরবানি।
খোদা! তোমার হুকুম তরক করি
আমি প্রতি পায়,
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে
বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবি দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাশরে,
পথ না ভুলি তাইতো দিলে
পাক কোরানের বাণী ॥

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। **কবিতাংশে নদীর পানি কেমন বলা হয়েছে?**
ⓚ তেতো ⓚ টক ⓖ মিঠা ⓖ নোনতা

০২। **কোনটি 'বাতাস' শব্দের সমার্থক?**
ⓚ পবন ⓚ গগন ⓖ নিশি ⓖ অপরাহ্ণ

০৩। **কোন কাজটি করে আমরা ভুল করি?**
ⓚ ক্ষুধা পেলে অন্ন খেয়ে ⓚ খোদার গুণগান করে
ⓖ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রেখে ⓖ খোদার হুকুম ভঙ্গ করে

০৪। **কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?**
ⓚ সৃষ্টিকর্তার উদারতার কথা ⓚ সৃষ্টিকর্তার হুকুম মানার কথা
ⓖ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বন্ধনের কথা ⓖ পৃথিবীর সৌন্দর্যের কথা

০৫। **আমরা ভুল করলে খোদা আমাদের মাফ করে দেন। এটি খোদার—**
ⓚ মেহেরবানি ⓚ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ⓖ ক্ষমতার প্রকাশ ⓖ অনিচ্ছাকৃত

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
মিঠা	মিষ্টি।
মেহেরবানি	দয়া।
তরক	লঙ্ঘন।
রতন	রত্ন, বহুমূল্য দ্রব্যাদি।
ডালি	উপহার।
অন্ন	খাবার।

(ক) সমুদ্রের তলা থেকে ডুবুরিরা নানা ——— খুঁজে আনে।
(খ) সালাম সাহেব ——— করে গরিব লোকদের খেতে দিয়েছেন।
(গ) খেজুর খুব ——— ফল।
(ঘ) শিক্ষকের নির্দেশ ——— করা উচিত নয়।
(ঙ) দুদিন ধরে গরিব লোকটির পেটে ——— নেই।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) আমরা খোদার হুকুম তরক করলেও খোদা কী করেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : আমরা খোদার হুকুম তরক করলেও তিনি যা করেন—

০১। তিনি আমাদের রিজিক বন্ধ করে দেন না।
০২। তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে সংশোধনের সুযোগ দেন।
০৩। আলো, বাতাসের ব্যবহার করার সুযোগ রাখেন ঠিকই।
০৪। আমাদের প্রতি দয়া দেখান।
০৫। আমাদের মনে শক্তি ও সাহস জোগান।

(খ) বিচার দিনের স্বামী কে? তাঁর চারটি গুণের কথা লেখ।

উত্তর : মহান আল্লাহ তায়ালা বিচার দিনের স্বামী।
খোদার চারটি গুণের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :

০১। তিনি সর্বশক্তিমান।
০২। তিনি প্রেমময়।
০৩। তিনি অন্তর্যামী।
০৪। তিনি আমাদের পালনকর্তা।

(গ) খোদা আমাদের দয়া করে দিয়েছেন এমন পাঁচটি বিষয়ের নাম লেখ।

উত্তর : খোদা আমাদের দয়া করে দিয়েছেন—

০১। ক্ষুধার অন্ন।
০২। আপনজন।
০৩। শস্য-শ্যামল প্রকৃতি।
০৪। শ্রেষ্ঠ নবি।
০৫। পবিত্র কোরআন।

(গ) আমরা কোন পথে চলব? এ পথে চলার উপায় কী?

উত্তর : আমরা সঠিক ও পুণ্যের পথে চলব।
এ পথে চলার উপায় হলো মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মেনে চলা। তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা।

অনুচ্ছেদ-১৭

<u>নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :</u>

ব্রজেন দাস একজন স্বনামধন্য বাংলাদেশি সাঁতারু। তিনিই প্রথম দক্ষিণ এশীয় ব্যক্তি যিনি সাঁতার কেটে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে অবস্থিত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি দেশ অংশ নেয়। পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তাতে অংশ নেন ব্রজেন দাস। ১৮ই আগস্ট প্রায় মধ্যরাতে ফ্রান্সের তীর থেকে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। প্রচ~ প্রতিকূল পরিবেশে সাঁতার কেটে তিনি পরদিন বিকেলবেলা প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংল্যান্ড তীরে এসে পৌঁছান। পরের মাসেই তিনি ইংলিশ চ্যানেলকে ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে সাঁতার কেটে পার করেন। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডের মাঝে চ্যানলটিকে সবচেয়ে কম সময়ে মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে পার হয়ে তখনকার সময়ে বিশ্বরেকর্ড করেন। ব্রজেন দাস ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে মোট ছয়বার এই চ্যানেলটি পাড়ি দেন। অনন্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে লাভ করেন জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ১৯৯৯ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। ব্রজেন দাস কত সালে ইংলিশ চ্যানেল সবচেয়ে কম সময়ে পাড়ি দেন?
ⓚ ১৯৫৮ সালে ⓚ ১৯৫৯ সালে ⓖ ১৯৬০ সালে ⓖ ১৯৬১ সালে

০২। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরোটা সময় ব্রজেন দাসকে কী করতে হয়েছে?
(ক) নৌকা চালাতে হয়েছে (খ) সাঁতার কাটতে হয়েছে (গ) জাহাজে থাকতে হয়েছে (ঘ) প্যারাসুটে থাকতে হয়েছে

০৩। ব্রজেন দাস সম্পর্কে কোনটি বলা যায়?
(ক) বিশিষ্ট দৌড়বিদ (খ) একুশে পদকপ্রাপ্ত (গ) বাঙালির গর্ব (ঘ) কৃতী ছাত্র

০৪। ব্রজেন দাস মোট কয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন?

ⓚ ৪ বার ⓚ ৬ বার ⓖ ৮ বার ⓖ ১০ বার

০৫। ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে হলে কী প্রয়োজন?

ⓚ দেশ ভ্রমণ ⓚ বিশেষ পরিচিতি ⓖ পরিকল্পনা ও অধ্যবসায় ⓖ প্রচুর টাকা

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
সূচনা	শুরু।
ভূষিত	অলংকৃত, সজ্জিত।
মরণোত্তর	মৃত্যু-পরবর্তী।
কৃতিত্ব	কার্যদক্ষতা।
স্বনামধন্য	নিজ নামে সর্বত্র পরিচিত বা প্রশংসিত।
অতিক্রম	পার হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া।

(ক) সন্তানের ——— দেখে বাবা-মা খুশি হন।

(খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দের জাদুকর' উপাধিতে ——— হয়েছেন।

(গ) রহমান সাহেব আমাদের এলাকার একজন ——— ব্যক্তি।

(ঘ) আমরা ফেরিতে চড়ে নদীটি ——— করলাম।

(ঙ) প্রধান শিক্ষক এলে অনুষ্ঠানটির ——— হলো।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) ইংলিশ চ্যানেল কোথায় অবস্থিত? ব্রজেন দাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ইংলিশ চ্যানেল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে অবস্থিত।

ব্রজেন দাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য :

(১) ব্রজেন দাস ছিলেন স্বনামধন্য বাংলাদেশি সাঁতারু।

(২) দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

(৩) ব্রজেন দাস মোট ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন।

(খ) ব্রজেন দাস যে যে পুরস্কার লাভ করেছেন তা তিনটি বাক্যে লেখ। তিনি প্রথম কত সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন?

উত্তর :

০১। ব্রজেন দাসের কৃতিত্বের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে তাঁকে 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' পুরস্কার প্রদান করে।

০২। ১৯৭৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাঁকে প্রদান করে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার'।

০৩। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে সম্মানিত করে।

ব্রজেন দাস ১৯৫৮ সালে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন।

(গ) ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে তুমি কী করবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ব্রজেন দাসের মতো সাফল্য পেতে আমি যা করব–

(১) প্রথমে যেকোনো একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করব।

(২) আমার পছন্দের কাজটিতে সফল হওয়া ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করব।

(৩) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করব।

(৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মা-বাবা ও শিক্ষকের সহায়তা নেব।

(৫) নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে কঠোর সাধনা করব।

(ঘ) প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসেবে কে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন? ১৯৬১ সালে ব্রজেন দাস যে কৃতিত্ব অর্জন করেন তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : প্রথম এশীয় ব্যক্তি হিসেবে ব্রজেন দাস ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রজেন দাস মাত্র ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। এটি ছিল তাঁর দ্রুততম সময়ে চ্যানেলটি অতিক্রমের ঘটনা। সেই সাথে এটি তখনকার সময়ের বিশ্বরেকর্ড হিসেবে গণ্য হয়।

অনুচ্ছেদ-১৮

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমারে চেনো না? আমি যে কানাই।
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোন।
সব নাও, মাঝি, চকচকে সিকি
এই আনি দুটো, তাও।
লক্ষ্মী তো, মোরে-আর ছোকানুরে
নৌকায় তুলে নাও।
শুয়ে-শুয়ে দেখি অবাক আকাশ,
আকাশ ম-স্ত বড়ো,
পৃথিবীর সব নীল রং বুঝি
সেখানে করেছে জড়ো।
সারাদিন গেলো, সূর্য লুকালো
জলের তলার ঘরে,
সোনা হয়ে জ্বলে পদ্মার জল
কালো হলো তার পরে
সন্ধ্যার বুকে তারা ফুটে ওঠে–
এবার নামাও পাল,
গান ধরো, মাঝি; জলের শব্দ
ঝুপঝুপ দেবে তাল।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১।ছোকানু কানাইয়ের কী হয়?
ⓚ ভাই ⓚ বন্ধু ⓖ বোন ⓖ শিক্ষক

০২।কোনটি 'সূর্য' শব্দের সমার্থক?
ⓚ দিবাকর ⓚ শশী ⓖ যামিনী ⓖ দিবস

০৩। কানাই কখন মাঝিকে গান গাইতে বলে?
ⓚ আকাশে মেঘ জমলে ⓚ সূর্য অস্ত গেলে ⓖ বৃষ্টি হলে ⓖ সূর্যের উদয় হলে

০৪।কানাই কী দেখে আশ্চর্য হয়?
ⓚ ঘন নীল আকাশ ⓚ পদ্মা, মেঘনা, শোন ⓖ সূর্যের অস্ত যাওয়া ⓖ চকচকে নতুন সিকি

০৫।কবিতাংশে মূলত প্রকাশিত হয়েছে—
ⓚ নৌভ্রমণের বাসনা ⓚ শরতের আকাশের বর্ণনা ⓖ ভাইবোনের ভালোবাসা ⓖ নদীর সৌন্দর্যের কথা

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
লক্ষ্মী	শান্ত স্বভাব।
মস্ত	বিশাল।
সিকি	চার আনা বা ২৫ পয়সা মূল্যের মুদ্রা।
অবাক	বিস্মিত।
জড়ো	একত্রে স্তূপ দেওয়া।
পাল	বায়ু ভরে নৌকা চালানোর মাস্তুলে লাগানো কাপড়।

(ক) দাদু খড়গুলো ——— করছেন।
(খ) ——— তুলে দেওয়ায় নৌকার গতি বেড়ে গেল।
(গ) ——— ছেলেদের সবাই ভালোবাসে।
(ঘ) হাতি এক ——— প্রাণী।
(ঙ) সুমনের গানের গলা সবাইকে ——— করে দিল।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) কানাই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : কানাই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

০১। কানাই পদ্মা, মেঘনা, শোন ইত্যাদি নদীতে বেড়াতে চায়।
০২। কানাইয়ের বোনের নাম ছোকানু।
০৩। কানাই মাঝিকে অনুরোধ করে তাকে আর ছোকানুকে নৌকায় তুলে নিতে।
০৪। কানাই মাঝিকে চকচকে সিকি ও দুটো আনি দিতে চায়।
০৫। কানাই গাঢ় নীল আকাশ দেখে আশ্চর্য হয়।

(খ) কানাই মাঝিকে কেন, কীভাবে নিতে অনুরোধ করে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কানাইয়ের মনে নৌকায় করে নানা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার বাসনা। তাই সে মাঝিকে তার নৌকায় তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে। মাঝিকে কানাই চকচকে দুটো আনি দিতে চায়। তাকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করে। এভাবে নৌকায় তুলে নিতে কানাই মাঝির কাছে অনুনয় করে।

(গ) সন্ধ্যায় কী কী ঘটল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : সন্ধ্যায় যা যা ঘটল—

০১। সূর্য অস্ত গেল।
০২। পদ্মার জলে সোনালি আলোর দ্যুতি দেখা গেল।
০৩। ধীরে ধীরে পদ্মার জল কালো রং ধারণ করল।
০৪। আকাশের বুকে তারা জ্বলে উঠল।

(ঘ) কোনো এক সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে কোনো এক সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দেওয়া হলো—

০১। ভাড়া করা নৌকা নিয়ে আমি, আমার ছোট ভাই ও বড় মামা এক সন্ধ্যায় ভ্রমণে বের হয়েছিলাম।
০২। চাঁদের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে ছিল।
০৩। নদীর জলে চাঁদের আলো পড়ে এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।
০৪। আমরা নাশতা করার জন্য সঙ্গে মুড়ি, চানাচুর নিয়েছিলাম।
০৫। রাত দশটায় আমরা আনন্দ ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরেছিলাম।

অনুচ্ছেদ-১৯

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি ১৫০ ফুট ওপর থেকে পাহাড়ের শরীর বেয়ে আছড়ে পড়ছে বড় বড় পাথরের গায়ে। গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে তৈরি করছে কুয়াশার আভা। দৃশ্যটি মৌলভীবাজারের নয়নাভিরাম হামহাম জলপ্রপাতের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে একে হাম্মাম বলে ডাকে। পাহাড়ি ত্রিপুরা আদিবাসীরা বলেন, এখানে পানি পতনের স্থানে একসময় পরিরা গোসল করত। গোসলখানার আরবি নাম হাম্মাম। আবার জলের স্রোতধ্বনিকে ত্রিপুরাদের টিপরা ভাষায় হাম্মাম বলে। তাই এ জলপ্রপাতটি হাম্মাম নামে পরিচিত। জলপ্রপাতের চারদিকের শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানোর উপায়ই থাকে না। জঙ্গলে উল্লুক, বানর, আর হাজার রকমের প্রজাতির পাখির ডাকাডাকি জলপ্রপাতের শব্দের সাথে মিলে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ। অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দুর্গম এ জলপ্রপাতটি বহুদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। প্রচার-প্রচারণার অভাবও এর অন্যতম কারণ। এখনও খুব বেশি মানুষ এ জলপ্রপাতটি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। ‘টিপরা’ কী?
ⓚ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ⓚ ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা

(ক) বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা
(খ) ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা
(গ) ত্রিপুরাদের ভাষায় জলপ্রপাতের নাম
(ঘ) গোসলখানার অন্য নাম

০২। ‘রোমাঞ্চকর’ শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত?
(ক) ন+চ (খ) ঞ+চ (গ) ন+ঞ+চ (ঘ) ঞ+জ

০৩। কোনটি করলে হামহাম জলপ্রপাত দেখতে আরও বেশি মানুষ আসবে?
(ক) খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করলে
(খ) ছবি তোলার অনুমতি দিলে
(গ) রাস্তাঘাট উন্নত করলে
(ঘ) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করলে

০৪। এক সময় হামহাম জলপ্রপাতে কারা গোসল করত বলে জনশ্রুতি রয়েছে?
(ক) পরিরা (খ) রাজা-বাদশাহগণ (গ) শ্রমিকেরা (ঘ) পর্যটকেরা

০৫। মৌলভীবাজার দেশের কোন বিভাগে অবস্থিত?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম (গ) খুলনা (ঘ) সিলেট

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
পৃষ্ঠপোষকতা	সহায়তা করা।
রোমাঞ্চকর	শিহরণ জাগায় এমন।
নয়নাভিরাম	সুন্দর, দেখতে ভালো লাগে এমন।
আভা	সৌন্দর্য, শোভা।
নাজুক	আঘাত সহ্য করতে পারে না এমন, সঙ্গীন।
উদ্যোগ	আয়োজন।

(ক) সকালের আকাশে সূর্যের সোনালি ——— দেখে মন ভরে গেল।
(খ) ট্রেনে চড়ার ——— অভিজ্ঞতার কথা ভোলার নয়।
(গ) স্যারের ——— ছাড়া অনুষ্ঠানটি করা যেত না।
(ঘ) বাড়িটির আশপাশের সবুজ প্রকৃতি খুবই ———।
(ঙ) গ্রামের সেতুটি ——— অবস্থায় আছে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) হামহাম জলপ্রপাতের আশপাশের পরিবেশ কেমন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: হামহাম জলপ্রপাতের পরিবেশ খুবই মনোমুগ্ধকর। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে পাথরের গায়ে। পাহাড় আর পানির ঘর্ষণে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে তৈরি হয়েছে কুয়াশার আভা। নিকটবর্তী বনে রয়েছে বানর, উল্লুকসহ হাজার ধরনের পাখপাখালি। জলপ্রপাতের শব্দের সাথে জঙ্গলের নানা প্রাণীর ডাক মিশে গোটা পরিবেশটা হয়েছে রোমাঞ্চকর।

(খ) হামহাম জলপ্রপাতকে অনেকে 'হাম্মাম' জলপ্রপাত বলে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : 'হামহাম' জলপ্রপাতকে ঘিরে স্থানীয় ত্রিপুরা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনি আছে। তা হলো, 'হামহাম' জলপ্রপাতের পানি পতনের স্থানে একসময় পরিরা গোসল করত। গোসলখানাকে আরবিতে বলে 'হাম্মাম'। আবার ত্রিপুরাদের টিপরা ভাষায় জলের স্রোতধ্বনিকেও হাম্মাম বলা হয়। তাই স্থানীয়দের অনেকে এ জলপ্রপাতটিকে 'হাম্মাম' নামেও অভিহিত করেন।

(গ) এখনও খুব বেশি মানুষের হামহাম জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়নি কেন তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : এখনও অনেক মানুষ হামহাম জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কারণ—

০১। খুব কম মানুষই এটি সম্পর্কে জানে।
০২। এটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত।
০৩। যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
০৪। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।
০৫। প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার অভাব রয়েছে।

(ঘ) জলপ্রপাতটির উন্নয়নে কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জলপ্রপাতটির উন্নয়নে যা করা উচিত—

০১। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
০২। চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
০৩। পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
০৪। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
০৫। স্থানীয় জনগণের কাছে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২০

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিজয় দিবস বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে এই দিনে আমরা শত্রুমুক্ত স্বদেশ লাভ করি। প্রায় দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণের অবসান হয় ১৯৪৭ সালে। জন্ম হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। আজকের বাংলাদেশের নাম তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ব্রিটিশদের পর আমরা আবার পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারীদের হাতে নতুন করে পরাধীন হলাম। একই দেশের নাগরিক হয়েও সম-অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা বরং আমরা শিকার হই নির্যাতন, নিষ্পেষণের। এমনকি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার ওপরও আঘাত আসে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫২ সালে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার লাভ করি। এরপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে এসে পৌঁছাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষণে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মরণপণ সংগ্রামে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে হানাদার বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। ব্রিটিশদের পর আমরা কাদের অত্যাচারের শিকার হয়েছি?
ⓚ বাঙালি শাসকদের ⓚ পাকিস্তানি শাসকদের ⓖ ইংরেজ শাসকদের ⓖ ভারতীয় শাসকদের

০২। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভ করে কত সালে?
ⓚ ১৯৪৭ সালে ⓚ ১৯৫২ সালে ⓖ ১৯৫৭ সালে ⓖ ১৯৭১ সালে

০৩। বাংলাদেশের পূর্ব নাম কী?
ⓚ পাকিস্তান ⓚ পূর্ব পাকিস্তান ⓖ পশ্চিম পাকিস্তান ⓖ পূর্ববাংলা

০৪। অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে—
ⓚ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ⓚ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

(গ) পাকিস্তানিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা (ঘ) মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের কথা

০৫। **'বঙ্গবন্ধু' কার উপাধি?**

(ক) এ কে ফজলুল হকের (খ) শেখ মুজিবুর রহমানের (গ) মওলানা ভাসানীর (ঘ) তাজউদ্দীন আহমদের

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
অবসান	সমাপ্তি।
আহ্বান	ডাক।
আত্মসমর্পণ	অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া।
নিঃশর্ত	কোনো রকম শর্ত ছাড়াই।
পরাধীন	অপরের অধীন।
স্বৈরাচারী	স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল।

(ক) হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ——— করল।

(খ) ——— শাসকদের কারণে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

(গ) সূর্য অস্ত গেলে দিনের ——— ঘটে।

(ঘ) বাদল স্যার ছাত্রদের ——— ক্ষমা করে দিলেন।

(ঙ) করিম মিয়ার ——— শুনে সবাই নৌকায় উঠল।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) ১৯৪৭ সালে কী কী ঘটেছিল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে যা যা ঘটেছিল—

০১। প্রায় দুইশ বছরব্যাপী চলা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

০২। পাকিস্তান নামক নতুন একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।

০৩। সে রাষ্ট্রের একটি অংশ করা হয় আমাদের এই ভূখণ্ডটিকে।

০৪। এই ভূখণ্ডের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

(খ) মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা কীভাবে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের নির্যাতনের শিকার হই? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা পাকিস্তানিদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হই।

(১) পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের হাতে পরাধীন অবস্থাতেই থেকে যায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা।

(২) তাদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

(৩) নানাভাবে নিষ্পেষণের শিকার হয় তারা।

(৪) এমনকি মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

(গ) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা জান পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা জানি তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো—

০১। পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

০২। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

০৩। দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

০৪। মুক্তিযুদ্ধ চলেছে নয় মাস ধরে।

০৫। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করি।

(ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ একটি দিন। কেননা এ দিনেই পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে এ দেশ শত্রুমুক্ত হয়। অর্থাৎ এ দিনেই আমরা চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা লাভ করি।

অনুচ্ছেদ-২১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাল্যকালে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ ছিল না। গৃহশিক্ষক রেখে বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান আইনবিদ্যা পড়তে। সেখানে তিনি আইনবিদ্যা পড়া শুরুও করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আকর্ষণে পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেন নি। ১৮৮০ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং সাহিত্য

সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে। তবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা আয়তনে ব্যাপক। বলাকা, সোনার তরী, পুনশ্চ, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর ছোটগল্প ও গানসমূহ যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে। তাঁর যাবতীয় রচনাগুলো ৩২ খন্ডে 'রবীন্দ্র রচনাবলি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ মৃত্যুবরণ করেন।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে—

ⓚ বিশ্বকবির দেশপ্রেমের কথা ⓚ বিশ্বকবির স্বপ্নের কথা
ⓖ বিশ্বকবির জীবন ও কর্মের কথা ⓖ বিশ্বকবির কবিতার কথা

০২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী কবে পালন করা হয়?

ⓚ ৭ই জানুয়ারি ⓚ ৭ই এপ্রিল ⓖ ৭ই মে ⓖ ৭ই আগস্ট

০৩। ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে কোনটি দিয়ে সম্মানিত করে?

ⓚ 'নোবেল' পুরস্কার দিয়ে ⓚ 'বিশ্বকবি' উপাধি দিয়ে
ⓖ 'নাইট' উপাধি দিয়ে ⓖ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' সাহিত্যিক উপাধি দিয়ে

০৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

ⓚ এশিয়ার একমাত্র নোবেল বিজয়ী ⓚ বিশ্বের প্রথম নোবেল বিজয়ী
ⓖ সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী ⓖ প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী

০৫। 'পুনশ্চ' শব্দের যুক্তবর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দ কোনটি?

ⓚ বঞ্চিত ⓚ আশ্চর্য ⓖ শ্মশান ⓖ বিশ্ব

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
একাধারে	একই সঙ্গে।
চিত্রকর	ছবি আঁকেন যিনি।
ঔপন্যাসিক	উপন্যাস রচনা করেন যিনি।
অনুবাদ	এক ভাষার কথাকে অন্য ভাষায় বলা বা লেখা।
সংকলিত	সংগৃহীত, একত্রিত।
যাবতীয়	সমস্ত, সমগ্র।

(ক) ——— আমাদেরকে তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন।
(খ) বাবা একটি ইংরেজি কবিতা বাংলায় ——— করেছেন।
(গ) সালাম স্যার আমাদের ——— বাংলা ও ভূগোল পড়ান।
(ঘ) সঞ্চিতায় কাজী নজরুলের কাব্যসমূহ ——— হয়েছে।
(ঙ) কবির সাহেব তাঁর ——— সম্পত্তি গরিব মানুষকে দান করে গেছেন।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

০১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।
০২। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা যায়।
০৩। এশীয়দের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান।
০৪। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে।
০৫। গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহ সংকলিত হয়েছে।

(খ) 'তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী'– কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ ছিল। তিনি একই সাথে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। একাধারে এত সব শাখায় প্রতিভার প্রমাণ রাখায় রবীন্দ্রনাথকে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী বলা হয়েছে। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে ধরা হয়।

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আইনবিদ্যা শিক্ষায় ব্যর্থতার বিষয়টি তিনটি বাক্যে লেখ। রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৮ সালে আইনবিদ্যা পড়তে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্যচর্চার দিকে। এ কারণে আইনবিদ্যায় ভর্তি হয়েও তিনি তা সমাপ্ত করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কাব্যগ্রন্থ হলো– বলাকা ও সোনার তরী।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি ও ত্যাগের ঘটনাটি লেখ।

উত্তর : ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'নাইট' উপাধি প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন।

অনুচ্ছেদ-২২

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি হানাদারেরা রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা চালাতে থাকে। এ কাজে তাদের সহায়তা করে আলবদর, আল-শামস ও রাজাকারের দল। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-পুলিশ-আনসার সবাই মিলে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ হয়ে সারা দেশে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একসঙ্গে আক্রমণ শুরু করে। নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে ১৪ই ডিসেম্বর তারা এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রাণের স্বাধীনতা।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

০১। আলবদর, আল-শামস, রাজাকারদের কোনটি বলা যায়?
ⓚ দেশপ্রেমিক ⓚ মুক্তিযোদ্ধা ⓖ বুদ্ধিজীবী ⓖ বিশ্বাসঘাতক

০২। কোন দিনটিতে আমরা উল্লাস করতে পারি?
ⓚ ২১এ ফেব্রুয়ারি ⓚ ২এ মার্চ ⓖ ১৪ই ডিসেম্বর ⓖ ১৬ই ডিসেম্বর

০৩। অনুচ্ছেদে কী প্রকাশিত হয়েছে?
ⓚ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ⓚ মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা
ⓖ স্বাধীনতা লাভের আনন্দ ⓖ বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা

০৪। পাক হানাদাররা ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করেছিল—
ⓚ অসংখ্য বুদ্ধিজীবী ⓚ অসংখ্য আইনজীবী ⓖ অসংখ্য সাংবাদিক ⓖ অসংখ্য স্থানীয় নেতা

০৫। মুক্তিযুদ্ধে এদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?
ⓚ ৯টি ⓚ ১০টি ⓖ ১১টি ⓖ ১২টি

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
নির্বিচারে	কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়া।
ব্যাপক	বহুদূর বিস্তৃত।
আত্মসমর্পণ	অস্ত্র ত্যাগ করে বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করা।
হানাদার	আক্রমণকারী।
নিশ্চিত	নিঃসন্দেহ।
ময়দান	মাঠ, প্রান্তর।

(ক) ছেলেমেয়েরা খেলার ——— ঘিরে জড়ো হয়েছে।
(খ) ——— বন্যায় মাঠঘাট সব তলিয়ে গেছে।
(গ) মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুর মুখেও ——— করলেন না।
(ঘ) ——— বৃক্ষ নিধনের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে।
(ঙ) আমার বেড়াতে যাওয়া ——— নয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

(ক) পঁচিশে মার্চ রাতে কী ঘটেছিল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাক হানাদাররা ঘুমন্ত, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সে ধ্বংসযজ্ঞে সাহায্য করেছিল এদেশেরই কিছু ঘৃণ্য, লোভী মানুষ। এরা আলবদর, আল-শামস ও রাজাকার নামে পরিচিত। এদের সহায়তায় পাকবাহিনী নির্বিচারে নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা চালায়।

(খ) পাকবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করে? মিত্রবাহিনী আসার ফলে উভয় পক্ষে কী হলো তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।
মিত্রবাহিনী আসার ফলে—
০১। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে ৪ঠা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিল।

০২। মুক্তিবাহিনীর সাহস ও শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।
০৩। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণের ফলেই পাকবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হলো এবং হানাদাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

(গ) **বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো :

০১। ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ থেকে পাকবাহিনী এদেশে গণহত্যার সূচনা করে।
০২। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।
০৩। মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা যায়।
০৪। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।
০৫। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

(ঘ) **মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে শত্রুদের মধ্যে দেখা দেওয়া প্রভাব পাঁচটি বাক্যে তুলে ধর।**

উত্তর : যৌথ আক্রমণের প্রভাব—

০১। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে যৌথ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।
০২। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত।
০৩। পরাজয়ের পূর্বাভাস পেয়ে তারা ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।
০৪। এদেশের গভীরভাবে ক্ষতি সাধনের জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।
০৫। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অনুচ্ছেদ-২৩

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ
মাঠ ভরা ধান আর জল ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূর্ব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:**

০১। **গ্রামটি কেমন?**
ক) সুন্দর খ) চমৎকার গ) বড় ঘ) ছোটো

০২। **গ্রামটি কার সমান?**
ক) ভাইয়ের খ) বোনের গ) মায়ের ঘ) আত্মীয়ের

০৩। **জলভরা কী?**
ক) ঘড়া খ) ডোবা গ) নদী ঘ) দিঘি

০৪। **কিসের কিরণ লাগে?**
ক) চাঁদের খ) সূর্যের গ) রবির ঘ) বাতির

০৫। **রবি কোন দিকে ওঠে?**
ক) পশ্চিম খ) পূর্ব গ) দক্ষিণ ঘ) উত্তর

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর:**

শব্দ	শব্দার্থ
মা	গর্ভধারিণী
ধান	এক প্রকার শস্য
প্রাণ	জীবন
মিলেমিশে	একসাথে
বায়ু	বাতাস

(ক) নিজের গ্রাম —— সমান।
(খ) মাঠভরা থাকে ———।

(গ) আলো ও বায়ু নিয়ে আমাদের —— বাঁচে।
(ঘ) গ্রামে আমগাছ, জামগাছ ও বাঁশঝাড়—— থাকে।
(ঙ) সকালে সূর্য ওঠে, পাখি ডাকে —— বয় নানা ফুল ফোটে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) তোমাদের গ্রাম সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।

উত্তর : আমাদের গ্রাম সম্পর্কে ৫টি বাক্য নিচে দেয়া হলো :
১. আমাদের গ্রামটি খুবই ছোট।
২. এখানের মানুষগুলো আত্মীয়ের মতো।
৩. গ্রামটির আলো, বাতাস ও ছায়া যেন মায়ের মতো।
৪. আমি আমার গ্রামকে খুবই ভালোবাসি।
৫. আমাদের গ্রামের মানুষ বেশ শিক্ষিত।

(খ) অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের একটি ছোটো গ্রামের বর্ণনা দাও।

উত্তর: গ্রাম মানবসভ্যতার সৃষ্টিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এদেশের গ্রামগুলোর অবস্থান। নির্মল বায়ু এবং প্রাণদায়িনী আলোর অবাধ চলাচলে এদেশের গ্রামগুলো মায়ের মতো প্রেমময়ী, সেবাদাত্রী ও নিরাপদ আশ্রয়দাত্রী। এখানে মাঠভরা ধান আর জলভরা দিঘি দেখা যায়। আমগাছ, জামগাছ, বাঁশঝাড় এমনই নানা গাছ একে অপরের গায়ের আত্মীয়ের মতো মিলেমিশে থাকে। এখানে পাখি ডাকে, আর নানা ফুল ফোটে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ছোটো গ্রামগুলো যেন এক একটি স্বর্গপুরী।

(গ) আমাদের ছোটো গ্রাম মায়ের সমান বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: গ্রামের কাছ থেকে মায়ের মতো স্নেহ ভালোবাসা, আশ্রয় ও সেবা পাওয়া যায় বলে আমাদের ছোটো গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে। এ জগতে মায়ের মতো আপন আশ্রয়, স্নেহ-ভালোবাসার উৎস এবং সেবার অতুলনীয় ঝরনাধারা দ্বিতীয়টি নেই। মা যেমন সন্তানকে খাইয়ে-পরিয়ে, আদর যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে, আশ্রয় ও সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, বড় করে তোলেন, নিজ গ্রামও একজন মানুষের জন্য তেমনটি করে থাকে। তাই কবি আমাদের ছোটো গ্রামকে মায়ের সমান বলেছেন।

অনুচ্ছেদ-২৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা। ৫৭৩ খিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকে আবু বকর (রা) কোমল হৃদয় ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বড় কবি, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন। নবিজির দাওয়াত পেয়ে আবু বকর (রা) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে আবু বকর (রা) নবিজির সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন। তিনি ছিলেন সাহসী ও প্রভাবশালী। আবু বকর (রা) ছিলেন গরিবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন ছিলেন তিনি। আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। মহৎ আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৫. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:

০১। খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা কে?
ⓚ হযরত আবু বকর (রা) ⓚ হযরত উমর (রা) ⓖ হযরত আলী (রা) ⓖ হযরত ওসমান (রা)

০২। হযরত আবু বকর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
ⓚ ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ⓚ ৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে ⓖ ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ⓖ ৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে

০৩। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?
ⓚ হযরত আলী (রা) ⓚ হযরত আবু বকর (রা) ⓖ হযরত ওমর (রা) ⓖ হযরত ওসমান (রা)

০৪। আবু বকর (রা) কার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন?
ⓚ কুহাফা উসমানের সাথে ⓚ নবিজির সাথে ⓖ হযরত ওমর (রা)-এর সাথে ⓖ মাতা সালমার সাথে

০৫। আবু বকর (রা) কখন মারা যান?
ⓚ ৬০ খ্রিষ্টাব্দে ⓚ ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ⓖ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ⓖ ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে

০৬। নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	শব্দার্থ

বংশ	কুল
গোত্র	গোষ্ঠী
খলিফা	খেদমতগার
মহৎ	উদার
নিঃস্ব	সহায় সম্বলহীন

(ক) আবু বকর (রা) মক্কার কুরাইশ —— জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) তাইম —— অধিবাসী ছিলেন আবু বকর (রা)।

(গ) খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম—— ছিলেন আবু বকর (রা)।

(ঘ) —— মানুষ ছিলেন আবু বকর (রা)।

(ঙ) তিনি —— ও দুঃখীদের সাহায্য করতেন।

৭. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(ক) হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর: হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা। ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কুহাফা উসমান আর মাতার নাম সালমা। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি। হযরত আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) হযরত আবু বকর (রা) এর চারিত্রিক পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

উত্তর: মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রিয় সাহাবি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। তিনি ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। হযরত আবু বকর (রা) এর চারিত্রিক পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো :

১. জ্ঞানী আবু বকর (রা) : শিশুকাল থেকেই আবু বকর (রা) প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কোরআনের জ্ঞানও ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি কবি, সুবক্তা ও দানশীল ছিলেন।

২. সাহসী আবু বকর (রা) : আবু বকর (রা) ছিলেন সাহসী। তাই তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

৩. পরোপকারী : আবু বকর (রা) ছিলেন গরীবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন ছিলেন তিনি।

৪. দায়িত্বশীল : আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। অভাবের জন্য উপোস করলেও তিনি রাজকোষের কিছু ভোগ করতেন না।

৫. মহৎ আবু বকর (রা) : ক্রীতদাস হযরত বিলাল (রা)-সহ আরো অনেক ক্রিতদাসকে নিজের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে তাদের মুক্তি দিয়ে তিনি মহানুভবতার পরিচয় দেন।

(গ) হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয় কেন?

উত্তর: হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন সাধারণ ধনসম্পদের মালিক। কিন্তু দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসীম বড় মনের মানুষ। তাছাড়া ইসলামের খেদমতে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ দানকারী। এমনকি নিজের ঘরের দুই বারের খাবার থাকলে একবারের খাবার গরিব বা ইসলামের খেদমতে বিলিয়ে দিতেন। তাই তাকে ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয়।

অনুচ্ছেদ-২৫

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫, ৬ ও ৭নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। তোমার অনেক ভালো বন্ধু থাকতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের সময় তুমি নাও পেতে পার। তারা তোমার সাথে ভদ্রভাবে কথা নাও বলতে পারে। দুই একজন মিথ্যাও প্রমাণিত হতে পারে এবং তোমাকে ক্ষতিও করতে পারে। কিন্তু বই সর্বদাই তোমার পাশে থাকার জন্য প্রস্তুত আছে। কিছু কিছু বই তোমাকে হাসাবে, কিছু কিছু বই তোমাকে আনন্দ দিবে আবার কিছু কিছু তোমাকে জ্ঞান এবং নতুন ধারণা দিবে এবং তোমাকে মহৎ করে তুলবে। তারা সারা জীবনব্যাপী তোমার বন্ধু।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:**

০১। কে তোমার ক্ষতি করতে পারে?

ⓚ বন্ধুরা ⓚ সহকর্মীরা ⓖ বই ⓖ সহপাঠীরা

০২। কে সর্বদা তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত?

ⓚ প্রকৃত বন্ধুরা ⓚ বই ⓖ শিক্ষকেরা ⓖ প্রতিবেশীরা

০৩। বই কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

ⓚ জ্ঞানের বাহন ⓚ লাইব্রেরির সৌন্দর্য ⓖ ঘরের সৌন্দর্য ⓖ ছাত্রশিক্ষকের দিকনির্দেশক

০৪। শিক্ষক বললেন, 'বেশি বেশি খেলাধুলা করবে এবং বই পাঠ করবে'— জ্ঞানের জন্য তুমি কোনটি বেচে নিবে?

ⓚ ফুটবলা খেলা ⓚ বই পড়া ⓖ ক্রিকেট খেলা ⓖ ব্যায়াম করা

০৫। **তুমি ছাত্র, তোমার জন্মদিনে একজন বই উপহার দিল, অন্যরা হাসাহাসি করতে লাগলো, এ উপহারটি তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখবে?**

ⓚ মহান উপহার ⓚ সামান্য উপহার ⓖ কোন উপহারের যোগ্য নয় ⓖ তামাসার উপহার

০৬। **তোমার মতে কারো উপহার দিতে হলে কোন উপহারটি বেছে নিবে?**

ⓚ সোনার জিনিস ⓚ বই ⓖ শাড়ি-গাড়ি ⓖ টাকা-পয়সা

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ এবং শব্দার্থ দেয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর:**

শব্দ	**শব্দার্থ**
বন্ধু	সুহৃদ
আনন্দ	পুলক
ক্ষতি	লোকসান
জ্ঞান	অনুভব শক্তি
মহৎ	উদার

(ক) বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম —।

(খ) বই সর্বদা আমাদের — দিয়ে থাকে।

(গ) দুই একজন বন্ধু তোমার — করতে পারে।

(ঘ) বই আমাদের নতুন — ও ধারণা দেয়।

(ঙ) বই তোমাকে — করে তুলবে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

(ক) **বন্ধুরা কেন সর্বদা ভালো সঙ্গী নয়? বই কীভাবে আমাদের উপকার করে?**

উত্তর: বন্ধুরা সব সময় ভালো সঙ্গী নয় কারণ তারা স্বার্থপর। আমার প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে নাও পেতে পারি। তারা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। প্রয়োজনের সময় তারা আমাদের উপকারের পরিবর্তে অপকারও করতে পারে। কিন্তু বই আমাদেরকে আনন্দ, জ্ঞান, নতুন নতুন ধারণা দিয়ে এবং মহৎ মানুষ তৈরি করে উপকৃত করে। বই কখনও মিথ্যা বন্ধুর মতো দূরে সরে যায় না। সে সবসময় আমার পাশে পাশে থাকে।

(খ) **অনুচ্ছেদের সারাংশ লেখ।**

উত্তর: প্রকৃত বন্ধু তারা যারা আমাদের ক্ষতি করে না অথবা কর্কশ আচরণ করে না এবং তারা আমাদের পাশে থাকতে প্রস্তুত। সুতরাং, এই মতানুসারে বই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। বিভিন্নভাবে বই আমাদের উপকারে আসে।

(গ) **তোমার পড়া প্রিয় বই সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।**

উত্তর : পড়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং নিষ্কলুষ নেশা। আমারও এই পবিত্র নেশাটি রয়েছে। বলতে গেলে এই ক্ষুদ্র জীবনেই আমি এক মারাত্মক নেশা-ঘোরে আক্রান্ত। আমার সংগ্রহে ইতোমধ্যেই জড়ো হয়েছে বেশ কিছু বিচিত্র বই। আমি বই পড়ি প্রায় বাছবিচার না করেই। সেই সূত্রে বহু বিষয়ের বহু বই-ই আমার পড়া হয়ে গেছে।

(ঘ) **বই মানুষকে কোন কোন দিক থেকে উপকার করে থাকে?**

উত্তর : বই মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে। মানুষকে বিবেকবান হতে সাহায্য করে। বই মানুষকে নিজের অধিকার আদায়ের উপায় শেখায়। মানুষকে সৎ, সুন্দর ও উদার হতে শেখায়।